রনাল্ড সেগাল

টোকোলোশ

অনুবাদ:সুবীর রায়চৌধুরী





রনাল্ড সেগাল

টোকোলোশ

অনুবাদ সুবীর রায়চৌধুরী

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম দে'জ সংস্করণ
বইমেলা
১৯৮৬

প্রকাশক
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
১৯৭৮

প্রচ্ছদ বিজন ভট্টাচার্য
অনুবাদ স্বত্ব :
সুবীর রায়চৌধুরী

মুদ্রাকর
শ্রীবিমলেন্দু মণ্ডল
মণ্ডল প্রিন্টার্স
৪/১ই বিডন রো
কলকাতা ৭০০০০৬

দাম ১০ টাকা

দেশবিদেশের শিশুসাহিত্য ঃ ৮
সাধারণ সম্পাদক ঃ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রনাল্ড সেগাল ঃ টোকোলোশ

অনুবাদ ঃ সুবীর রায়চৌধুরী

পিটার—সে এক ছোটো ছেলে, সে দক্ষিণ আফ্রিকার কালো ছেলে। তার সঙ্গে টোকোলোশের দেখা হয় তার তেরো বছরের জন্মদিনে—আর দেখা হওয়া মাত্র তুজনের মধ্যে গলাগলি ভাব জ'মে যায়। কিন্তু পিটার বারে বারে বললে কী হবে, বড়োদের অনেকেই তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চায় টোকোলোশকে, তারা বলে, 'উঁহু, না, টোকোলোশ ব'লে কেউ নেই।'

কিন্তু সত্যি কি নেই? সে কি শুধুই একটি বাচ্চা ছেলের খেয়ালি কল্পনা? সে কি শুধুই নদীর ধারের পাথরের কাছে মোটা ধোবানিদের খিলখিল হাসি? তবে কেন টোকোলোশের আবির্ভাবের সঙ্গেসঙ্গে হুলুস্থুল প'ড়ে গিয়েছিলো চারধারে? তবে কেন কিছুই আর আগের মতো নেই, পিটারের সঙ্গে তার চেনা হবার পরে? তবে কেন সময়ে-অসময়ে ঐ হাসি বেজে ওঠে হাওয়ায়—মনখারাপের সময়ে, আনন্দের হুল্লোড়ে? কেন তার হাসি তাহ'লে কাউকে কাউকে ভ'রে তোলে আতঙ্কে, আর অন্যদের, অসীম প্রত্যাশায়?

মনমাতানো ভাষায় এ-সব হেঁয়ালির জট খুলেই সত্যি কথাটি খুলে বলবে বর্ণবৈষম্যবাদী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বিতাড়িত লেখক

রনাল্ড সেগালের

চমকপ্রদ উপন্যাস

টোকোলোশ

যেমন বই লেখা হয় ক্বচিৎ, দৈবাৎ, প্রেরণার বলে।

রনাল্ড সেগাল

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে কেপ টাউনে ইহুদি পরিবারে জন্ম। শিক্ষালাভ করেছেন কেপ টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কেম্ব্রিজে। লেখাপড়া শেষ ক'রে তিনি ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে আসেন। প্রত্যাবর্তনের পর বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে 'আফ্রিকা সাউথ' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। এই পত্রিকার জন্য তিনি নানাভাবে নিগৃহীত হন। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কেপ টাউন ছাত্রসমাবেশে অর্থনৈতিক অসহযোগিতার বিরুদ্ধে বক্তৃতার অপরাধে সেগালকে পাঁচ বছর কোনো রাজনৈতিক ভাষণ দিতে নিষেধ করা হয়। এছাড়া তাঁর পাসপোর্ট কেড়ে নেওয়া হয়, তাঁর বিষয়-সম্পত্তির ওপর হামলা হয় এবং কুখ্যাত বর্ণদ্বেষী 'কিউ-ক্লাক্স-ক্ল্যান' জাতীয় সংগঠন তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে ভয় দেখাতে শুরু করে।

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'টোকোলোশ।' বইটি বেরোবার সঙ্গে-সঙ্গে বর্ণবিদ্বেষের বিক্ষোভ ফেটে পড়ে। গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য সেগাল বেচুয়ানাল্যাণ্ডে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। পরে ভারত সরকারের সহায়তায় তিনি নিয়াসাল্যাণ্ড এবং ট্যাঙ্গানিয়াকা হ'য়ে ইংল্যাণ্ডে চ'লে আসেন। সেই বিতর্কিত, ভয়-জাগানো ব্যঙ্গ উপন্যাস 'টোকোলোশ'-এর বাঙলা অনুবাদ প্রকাশিত হ'লো।

১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সেগাল-এর স্মৃতিকথা 'নির্বাসনে' ('ইন্টু একজাইল') বেরোয়। তার দু-এক বছর পরে তিনি পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে আসেন। তিনি তিন মাস ধ'রে সাত হাজার মাইল ঘুরে বেড়িয়েছেন। সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা পাওয়া যাবে 'ভারতের সঙ্কট' ('দ্য ক্রাইসিস অব ইণ্ডিয়া' ১৯৬৫) বইতে। ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে সেগাল-এর অপ্রিয়, অকপট ভাষণ

সেদিন অনেকের কাছে দুষ্পাচ্য মনে হয়েছিল। প্রচণ্ড বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় ভারতীয় বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও প্রকাশক মহলে। সময়ের ব্যবধানে অবশ্য তাঁর বিষয়ে আমাদের মনোভাবের বদল হয়েছে। কয়েক বছর আগে তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থটির ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

আফ্রিকা বিশারদরূপে রনাল্ড সেগাল-এর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আছে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'রাজনৈতিক আফ্রিকা' ('পোলিটিকাল আফ্রিকা') নামে একটি অভিধান সংকলন করেন। এই বছরই তিনি পেঙ্গুইন-এর আফ্রিকান লাইব্রেরির প্রধান সম্পাদক হিশেবে যোগ দেন। 'দ্য ক্রাইসিস অব ইণ্ডিয়া'র পরে সেগাল-এর অন্য যেসব গ্রন্থ বেরিয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লো: 'জাতিযুদ্ধ' ('দ্য রেস ওয়র' ১৯৬৬), 'আমেরিকার পিছিয়ে-পড়া ভবিষ্যৎ' ('আমেরিকা'জ রিসীডিং ফিউচার' ১৯৬৮), 'ইতিহাসের বিরুদ্ধে লড়াই' ('দ্য স্ট্রাগ্‌ল এগেন্‌স্ট হিস্টরি' ১৯৭৩), 'জেরুজালেম কার?' ('হূজ জেরুজালেম' ১৯৭৩)।

উৎসর্গ

শাম্পুকে

এই লেখকের

গোলন্দাজ থেকে গোয়েন্দা

জজ থেকে জল্লাদ (যন্ত্রস্থ)

মেলা থেকে ঝামেলা

পিটার এবং চিরকুট প্রসঙ্গ

এটা টোকোলোশ এবং কালো মানুষদের গল্প। এখন যেহেতু সব কিছু শেষ হ'য়ে গেছে, সেজন্য এমন অনেকেই আছেন যাঁরা বলেন এরকম কিছু ঘটেনি—টোকোলোশ আর কিছুই নয়, নদীর ধারের



পাথরের মোটা ধোবানিদের খিলখিল হাসি। কিন্তু তা সত্ত্বেও টোকোলোশ সত্যি-সত্যি আছে এবং নিশ্চিতভাবে সে শহরগুলিতে কিছুদিনের জন্য বসবাস করতে এসেছিলো। কেননা তার আসবার

পর থেকে কিছুই আর আগের মতো নেই, যাঁরা তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন আর যাঁরা করেন না, কারুর কাছেই না। টোকোলোশের হাসি তাঁদের কানে এখনও গভীরভাবে বাজে, কানে হাত চাপা দিয়ে তা বন্ধ করা যায় না, এবং যখন তাঁরা হাসেন তার কারণ ওর হাসি আর যখন কাঁদেন তার কারণও ঐ হাসি। কেননা, কারো-কারো কাছে ঐ হাসি হ'লো শান্তি এবং সোনালি আনন্দ, ওর শব্দ হ'লো তারাদের গানের মতো এবং যখন তাঁরা তা শোনেন চোখ আর হৃদয় আনন্দে ভ'রে যায়, গ্রীষ্মের সমুদ্রের মতো অন্তরে আলোর সূক্ষ্ম রেখা ব'য়ে যায়। আর অন্যদের এই হাসিতে দারুণ ভয় এবং ব্যথা—যখন তাঁরা এই হাসি শোনেন তাঁদের কলজেটা হয় শীতের মধ্যরাতের মতো, আর এই তিমিরঘন বর্ষার কোনো শেষ নেই।

পিটারের মা হচ্ছেন সেই মুষ্টিমেয়দের একজন যিনি শেষ পর্যন্ত শহরে বাস করতে আসার আগেই টোকোলোশকে মুখোমুখি দেখেছিলেন। একবারই তিনি তাকে দেখেছিলেন, যে-রাতে পিটার জন্মালো। কিন্তু এখনও তিনি তাকে এতোটাই স্পষ্ট মনে রেখেছেন যে তার কপালে ক-টা ভাঁজ ছিলো তা-ও তিনি ব'লে দিতে পারেন। সে ছিলো তাঁর মাঝের আঙুল সমান লম্বা, এক টুকরো কয়লার মতো উজ্জ্বল কালো গায়ের রং, ছাগলের মতো শাদা দাড়ি, চোখের মণিগুলো পাশে ঘোরানো। পিটারের জন্য প্রচণ্ড গর্ভ-যন্ত্রণা হচ্ছিল, পিটারের বাবা গেছেন ধাই ডাকতে। পিটারের মা একা, শুধু জানলা দিয়ে জ্যোৎস্নার আলো মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছে। যন্ত্রণায় সমস্ত শরীর ছিঁড়ে যাচ্ছে, সেই দম বন্ধ করা অবস্থায় তাঁর বিছানার পাশে মৃদু আলোয় তিনি হঠাৎ তাকে দেখতে পেলেন—নাচছে, হাসছে, শক্ত ছোটো হাতগুলো দিয়ে জ্যোৎস্নার রশ্মিগুলো টানছে। তিনি চিৎকার ক'রে কাঁদতে গেলেন, কিন্তু মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো কোমল হাসি এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর ব্যথা ও ভয় চ'লে গেলো। তিনি চাঁদের দিকে চাইবার জন্য মাথা

ঘোরালেন আর পিটারও জন্মালো। তারপর অবার যখন তিনি স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকশোভিত মেঝেতে তাকালেন, টোকোলোশ তখন আর নেই। পিটারের বাবা যখন শেষ পর্যন্ত একজন ধাইকে নিয়ে এলেন, তখন তিনি দেখলেন পিটারের মা মৃদু হাসির আড়ালে নীরবে কাঁদছেন। কেননা তিনি টোকোলোশকে আর দেখতে পাবেন না।

টোকোলোশের সঙ্গে পিটারের প্রথম দেখা হয় তার তেরো বছরের জন্মদিনে এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাদের মধ্যে বন্ধুতা হয়। এর কারণ কী জানতে হ'লে তোমাকে চিরকুট এবং কালো মানুষদের বিষয়ে সব কিছু জানতে হবে। তোমাকে জানতে হবে যে-দেশে এসব ঘটেছিলো, সেখানে কিছু লোক শাদা এবং কিছু লোক কালো। আর শাদা লোকেরা সমস্ত আইন-কানুন তৈরি করে, যাবতীয় খামার আর কারখানা খনি আর দোকানপাটের মালিকানা তাদের, তাদের বাড়ির সামনে বাগান। এবং তার কারণ হচ্ছে তারা শাদা। আর কালো লোকেদের কখনো জিগেশ করা হয় না কোন আইনটা ভালো আর কোনটা খারাপ, যাতে তারা ভালো আইনগুলো বেছে না-নিতে পারে। শাদা লোকেরা যা বলবে তারা তাই করবে। তারা অপরিচ্ছন্ন-মরচে-পড়া টিন এবং বাকশো-তৈরির কাঠে ছাউনি দেওয়া বাড়িতে তারা এক কুঠুরিতে অনেকে মিলে থাকে। পেটের জ্বালায়, যে-জ্বালা সব সময়ে তাদের ভেতর জ্বলছে, তারা সূর্যালোকেও কাঁপে। এবং তার কারণ তারা কালো। কিছু-কিছু কালো আছে যারা বলে, এটা ঠিক নয়, কেননা সারা দেশে যতো শাদা চামড়ার লোক আছে, কালো লোক তাদের চেয়ে বেশি। আর কালোরা কি মানুষ নয়? তবে কেন তারা পছন্দ করতে পারবে না কোন্ আইনগুলো ভালো এবং কোন্ আইনগুলো খারাপ, কেন তারা ছেলে-মেয়েদের জোগাতে পারবে না খাবার, কেন তাদের থাকবে না পাকা বাড়ি, যার সামনে বাগান? কিন্তু তারা যখন এ-সব কথা বলে তখন খুব সাবধানেই বলে এবং পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখে কে শুনছে। কেননা

শাদা লোকেরা এ-সব শুনতে মোটেই পছন্দ করে না এবং তারা এর বিরুদ্ধে আইন তৈরি করেছে। এবং যদি কোনো মানুষ এই আইন ভঙ্গ করে, এমনকি মুখে-মুখে, তাহ'লেও কি পুলিশ আসবে না এবং তাকে ধ'রে নিয়ে যাবে না জেলে ?

কালো লোকেরা নগরে বাস করতে পারে না, কাজ করতে পারে না কোন খামারে অথবা খনিতে, যদি না তাদের সঙ্গে থাকে শ্বেতাঙ্গ-প্রধানদের সই করা চিরকুট। এই চিরকুটে লেখা থাকে কালা আদমিরা কোথায়-কোথায় থাকতে পারে, কোথায়-কোথায় কাজ করতে পারে। কারণ তাহ'লে শাদা লোকেরা সবসময়ে জানতে পারবে কালোরা কী করেছে এবং হুকুম করতে পারবে এটা করো, ওটা কোরো না। এই চিরকুটগুলো একটা বইতে মোড়া থাকে যার নাম হ'লো 'পাশ' এবং যাদের এ-জিনিশটা ব'য়ে বেড়াতে হয় তাদের ভোগান্তির একশেষ। কেননা নানা ধরনের চিরকুট আছে, এটার জন্য একটা, ওটার জন্য আরেকটা। আর যেখানেই তারা যাক না কেন, কালো লোকেদের সব সময়ে এগুলো ব'য়ে নিয়ে বেড়াতে হবে। এমনকি যখন তারা কোথাও যাচ্ছে না, ঘরে ব'সে কথাবার্তা বলছে কিংবা অঘোরে ঘুমোচ্ছে, তখনও। সেজন্য এই পাশের বিরুদ্ধে বেশ জোরদার গুজগুজানি চলে, অবশ্য গোপনে, যাতে শাদা লোকেরা শুনতে না-পায়। কখনো-কখনো শহরে রাস্তায় চেঁচিয়ে-চেঁচিয়েই অভিযোগ করা হয়, যখন তাদের শরীর আর বয় না। কারণ বাড়িতে অন্য শার্টের পকেটে 'পাশ' রেখে আসবার অপরাধে একজন কালা আদমিকে জেলে পুরে দেওয়া হবে—তার বাচ্চাকাচ্চা অথবা তাদের মায়ের সঙ্গে দীর্ঘকাল দেখা করতে দেওয়া হবে না। পুলিশ রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাকে পাশ দেখাতে বলবে। এমন কি ঘুমের মধ্যেও রেহাই নেই। পুলিশ রাতের বেলায় টর্চ নিয়ে হাজির হবে, যতোক্ষণ-না বাড়ির ভেতরের লোকেরা জেগে ওঠে, ততোক্ষণ ব্যাটন দিয়ে দরজায় ঘা দিয়ে যাবে। তারপর বলবে, পাশ দেখাও!

শাদা মানুষেরা নিয়ম করেছে যে কালো মেয়েদের সঙ্গেও এই চিরকুট থাকা চাই। এই কারণে কালো লোকেদের রাগ, দুঃখ আর ভয়। একেই তো হাজার-হাজার কালো পুরুষদের এই চিরকুটের জন্য প্রতি মাসে জেলে যেতে হয়, তার ওপর মেয়েদেরও যদি শ্রীঘরে যেতে হয়, তাহ'লে তাদের অবস্থা কী হবে? মা-বাবা দুজনেই যদি জেলে যায়, তাহ'লে ফেলে-আসা বাচ্চাদের কী হবে?

পিটারের তেরো বছরের জন্মদিনে ঐ শহরে অনেক সপ্তাহের শান্তির পর হঠাৎ পুলিশি হাঙ্গামা শুরু হ'লো। লরি নিয়ে হামলা করতে-করতে তারা প্রতি পাঁচ-সাতটা অন্তর কুঁড়েতে গাড়ি থামিয়ে দেয়ালে দমাদম ধাক্কাতে লাগলো আর পাশের জন্য চেঁচাতে লাগলো। লরিগুলো ইতিমধ্যেই ধৃত লোকদের দ্বারা ভর্তি হ'য়ে গিয়েছিল। পিটারের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতেই পুলিশের কর্তা হাঁক দিলেন, 'ঐ বেটা।' আর সামনের লরিটা তখ্‌খুনি প্রচণ্ড শব্দ ক'রে ব্রেক কষলো। কুঁড়ের ভেতরে পিটার তখন শুতে যাচ্ছে, কেননা শহরতলিতে ধীরে-ধীরে নেবে এসেছে অন্ধকার—অন্ধকারে কুঁড়েগুলো একটা অন্যটার সঙ্গে মিশে গেছে। চাঁদহীন রাতে রাস্তার খানা-খন্দগুলোও ঢাকা প'ড়ে গেছে। দিনটা ছিলো লম্বা। সারা সকাল গেছে পুরনো রবারের বল আর কাঠি দিয়ে রাস্তায় খেলে, বিকেল গেছে পিটারের বন্ধুদের নিয়ে পার্টিতে—রং-করা লেমোনেড আর ছোটো-ছোটো কেকের ওপর উজ্জ্বল মিছরির দানা দিয়ে খাবার। তারপর পিটারের মা গেলেন কোণার দোকানের কুঁজো বুড়ো ভারতীয় দোকানির কাছে রাতের খাবার ধারে আনবার আশায়। কিন্তু সে বললো আগে কেক আর লেমোনেডের দাম মিটিয়ে দিতে হবে। তখন পিটারের মা রুমালের খুঁট খুলে পয়সা বের ক'রে তাকে দিলেন, যে-পয়সাটা তিনি জমিয়ে রেখেছিলেন পিটারের নতুন শার্ট কেনবার জন্য। দোকানিকে পয়সা দিতে-দিতে তিনি মনে-মনে বলছিলেন যে তবু তো আমার একটাই পিটার। টেবিলে রাতের

খাবারের জন্য পরিজের প্লেট সাজাতে-সাজাতে তিনি একই কথা ভাবছিলেন : আর জন্মদিনও তো বছরে একটাই। মাসের পর মাস তিল-তিল ক'রে জমানো পয়সা যদি এক পলকে খরচা হ'য়ে যায়, তাহ'লেই বা কী হবে? কেই বা এই শাদা লোকেদের পৃথিবীতে বাঁচতে চায়, যদি-না বছরে এক-আধবার এই হঠাৎ উজ্জ্বল মুহূর্তগুলো না-থাকে? এখন অনুষ্ঠানটি শেষ হ'য়ে যাওয়ায় তিনি ক্লান্ত এবং লরিটা যখন তাঁদের কুঁড়ের পাশে আওয়াজ ক'রে থামলো, তখন তিনি পিটারকে গল্প বলছিলেন—তাঁর চোখ বোজা, আঙুলগুলো নিজের কোলে।

তিনি লাফ দিয়ে উঠলেন, হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বললেন, 'পুলিশ! পাশের জন্য এসেছে।'

পিটারের বাবা কাঁপা-কাঁপা আঙুল দিয়ে জ্যাকেটের পকেট দেখলেন, 'সেরেছে। এই পকেটে নেই। শিগ্‌গির আমার অন্য জামাটা দাও—বিছানার তলায় আছে।'

ঠিক সেই সময় দরজা ভেঙে একজন শ্বেতাঙ্গ পুলিশ এলো, তার পেছনে আরেকজন। আর বাইরে লরির গর্জন, 'ওহে ছোকরা, তোমার পাশ? তোমার পাশ কোথায়?'

পিটারের মা হাঁটু গেড়ে বিছানার তলা থেকে জামাটা বের করলেন, 'এই যে হুজুর, পাশ।' তিনি জামার পকেট থেকে পাশ বের ক'রে পুলিশকে দেখালেন।

পুলিশ চেঁচিয়ে বললো, 'না, এ চলবে না। কর-জমার স্ট্যাম্প দেখছি না।'

'কর জমা?' পিটারের বাবা তাঁর স্ত্রীর দিকে চাইলেন এবং দুজনেই মেঝের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'না, চলবে না,' পুলিশ বললো, 'চলো।'

পিটারের বাবা চেঁচিয়ে বললেন, 'হতেই পারে না। আমি ঠিক জানি টাকা জমা দেবার রশিদ ওখানেই আছে।'

'ওহে কালো ছোকরা, এটা গত বছরের। এ-বছরের কর তুমি দাওনি, কোনো ছাপ নেই।'

পিটারের মা কেঁদে বললেন, 'হুজুর আগামীকাল ও নিশ্চয়ই দিয়ে দেবে। আমি ওর সঙ্গে যাবো। কাগজে ছাপ মেরে আমরা আপনাকে দেখিয়ে আসবো। আমরা থানায় যাবো।'

দ্বিতীয় শ্বেতাঙ্গ পুলিশটি বললো, 'ছেলেটার বড়ো আস্পর্ধা। এরা সব ক-টা সমান। চলো।' বেল্টে-মোড়া বন্দুকে সে হাত রাখলো, তারপর দরজার দিকে এগোলো।

'জলদি করো ছোকরা,' প্রথম পুলিশটি বললো, 'আর বেশি রোয়াব দেখিও না।'

'আইয়া,' পিটারের মা কেঁদে উঠলেন। যন্ত্রণায় তাঁর সমস্ত শরীর কাঁপছিল যেন কল্‌জে ভেঙে যাবে। 'আই।'

পিটারের বাবা জোরে তাঁর গাল টিপলেন, যেন আঙুলগুলোতে স্পর্শ ধ'রে রাখতে চান। তারপর চ'লে যাবার জন্য তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়ালেন। আর ঠিক সেই সময়ে বিছানা থেকে একটা ছোটো কালো মূর্তি উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমে পুলিশটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো— তারপর তাকে ঘুষি-লাথি মারতে-মারতে চেঁচিয়ে বললো, 'না, তুমি পারবে না। না, শাদা চামড়া—ওঁকে ছেড়ে দাও!'

'পিটার!' মা চেঁচিয়ে উঠলেন, ভয়ে তাঁর চোখ বিস্ফারিত। তিনি ঝাঁপিয়ে প'ড়ে পিটারকে তাঁর শরীরের মধ্যে লুকোবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তখন দেরি হ'য়ে গেছে। দ্বিতীয় পুলিশটি বেল্ট থেকে রিভলবার বের ক'রে বাঁটটা দিয়ে পিটারের মাথায় বাড়ি মারলো।

'তোমরা ওকে মেরে ফেললে! তোমরা ওকে মেরে ফেললে!' কিন্তু পিটারের মায়ের কথা শোনার মতো কেউ ছিলো না, কেননা পুলিশেরা ইতিমধ্যে পিটারের বাবাকে ধাক্কা মেরে দরজার বাইরে বের ক'রে লরিতে তুলেছে। রাতের অন্ধকারে গুলির আওয়াজের

মতো লরির এঞ্জিন দ্রুত এগিয়ে চললো আরেকটি কুঁড়ের দিকে।

হঠাৎ একটি তীব্র আর্তনাদ অন্ধকারের বুক চিরে এলো : 'পিটার, পিটার, ছোট্টো পিটার! আই-ই!' পিটারের মা আগুপিছু করতে লাগলেন। দারুণ শোকে তিনি দ্বিগুণ কুঁজো হ'য়ে গেছেন। তাঁর প্রতিধ্বনি হিশেবে পাশের রাস্তার কুঁড়ে থেকে আরেকটি মেয়ের কান্না ভেসে এলো, যার সন্তানের পিতাকে যদি আবার কোনোদিন সে দেখতে পায়ও, আপাতত বেশ কিছুদিন পাবে না। কেননা অনেকেই আছে যারা শাদা চামড়াদের জেল থেকে কোনোদিন ফিরে আসেনি, সুতরাং কেউই বলতে পারে না, 'আই, তিনি চ'লে গেছেন, অমুক দিন ফিরে আসবেন।' কুঁড়ে থেকে কুঁড়েতে আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়লো—যন্ত্রণার আগুন দূর আকাশে ছেয়ে গেলো। কেননা বহু মেয়েদের মরদদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এবং বহু মেয়ে আছে, যাদের স্বামী এখনও তাদের পাশে দাঁড়িয়ে, কিন্তু কে জানে এর পরের বার থাকবে কিনা। অতর্কিতে লরি এসে পড়লে কে-ই বা নিরাপদ? কে আছে যার হৃদয় শান্ত থাকতে পারে? সেজন্য সারা শহর যন্ত্রণায় কাঁদছে—একজন মেয়ে আরেকজন মেয়ের কাছে কাঁদছে। কেননা অনেকে মিলে বহন করলে শোকের বোঝা ততোটা ভারী হয় না।

পিটারের মা সেদিনের কথা ভাবছিলেন, যে-রাতে পিটারের জন্ম হ'লো—সেই শরীর ছিঁড়ে-যাওয়া কষ্ট, তারপর টোকোলোশ আর মেঝেতে ছড়িয়ে-পড়া চাঁদের আলো আর হাসি। আস্তে তিনি পিটারকে বিছানায় নিয়ে যাবার জন্য কোলে তুললেন এবং হঠাৎ যেখানে ছিলেন সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। চাঁদের কণার আশীর্বাদ আকস্মিক-ভাবে পিটারের মুখের ওপর পড়তেই তাঁর বুক ধড়াশ ক'রে উঠলো—ও হাসছে।

কেনই বা সে হাসবে না? কেননা তার চোখের আড়ালে পিটার এই প্রথমবার টোকোলোশের সঙ্গে হাত ঝাঁকাচ্ছে।

'তোমার সঙ্গে আলাপ হ'য়ে খুব খুশি হয়েছি,' টোকোলোশ বললো, 'তুমি যা করেছো, খুব কম লোকই তা করতে পারতো। কেননা প্রয়োজন যতো বড়োই হোক না কেন, ভয়টা প্রয়োজনের চেয়েও বেশি।' তারপর সে আবার পিটারের সঙ্গে হাত ঝাঁকালো, মাথা নিচু ক'রে অভিবাদন করলো এবং শেষে শূন্যে একটা উল্টো ডিগবাজি খেলো।

'এখন তো তুমি আমাকে ছেড়ে চ'লে যাবে। আর তো তোমাকে দেখতেও পাবো না।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে পিটার বললো।

টোকোলোশ হেসে জবাব দিলো, 'মোটেই না। কেন তোমাকে ছেড়ে যাবো? যদ্দিন আমাকে তোমার দরকার, আমি তদ্দিন থাকতে এসেছি। ছাখো।' এই ব'লে সে তার শার্টের তলা থেকে একটা শাদা রাজহাঁসের পালক বের করলো, 'আমি আমার বালিশও সঙ্গে এনেছি, আমি বিছানার তলায় গুটিশুটি মেরে শুয়ে থাকবো।' এবং সে শূন্যেই আড়মোড়া ভাঙলো, 'তুমি দেখো, এ-রকম সময়ে আমরা এক সঙ্গে থাকবো।'

পিটার খালি হাসতে লাগলো যতোক্ষণ-না তার মনে হ'লো আনন্দে তার পেট ফেটে যাবে। আর পিটারের মা অবাক হ'য়ে ভাবছিলেন তার কোলে স্থির ঠাণ্ডা অবস্থায় শুয়ে সে কী ক'রে হাসছে। তাহ'লে নিশ্চয়ই সে বেঁচে যাবে! আনন্দের উজ্জ্বল আভায় তাঁর মন ভ'রে গেলো, তিনি তাকে বিছানায় নিয়ে গেলেন এবং একটা কম্বলে ঢেকে দিলেন। তিনি নিজে একটা চেয়ারে ব'সে তার ঠোঁটের হাসি লক্ষ করতে লাগলেন, যতোক্ষণ-না ভোর হ'য়ে এলো এবং ধীরে-ধীরে তাঁর চোখও বুজে এলো। তিনি যেখানে ব'সে ছিলেন, সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

তাঁর যখন ঘুম ভাঙলো. তখন বিকেল হ'য়ে গেছে। পিটার বিছানায় ব'সে নিজের মনেই কথা বলছে এবং হাসছে। তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে তার কানে, গালে, কপালে এবং নাকের ডগায় চুমু

খেলেন।

বললেন, 'খুব বোকামি হয়েছে। বাবা যখন বাড়ি ফিরে আসবেন, তখন খুব রেগে যাবেন। তুমি যা করেছো, তার জন্য আমি খুশি, কিন্তু তুমি কথা দাও এ-রকম আর করবে না।'

পিটার জবাব দিলো, 'সেটা নির্ভর করে।'

'ও বুঝেছি, সেটা নির্ভর করে,' মা মুচকি হেসে বললেন। পিটার ঘাড় নাড়লো।

'বাবার ফিরে আসতে কি খুব দেরি হবে?'

'না,' মা বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে দেরি হবে না।' তারপর তিনি ছোট্টো স্টোভটা জ্বালতে গেলেন খাবার তৈরির জন্য।

'আমি যখন ঘুম থেকে উঠলাম, তখন তুমি হাসছিলে কেন?' পিটারের মা জিগ্‌গেশ করলেন।

'টোকোলোশের জন্য,' পিটার বললো।

'টোকোলোশ?' মা চেঁচিয়ে উঠলেন, ঘুরে বসলেন ওর দিকে তাকাবার জন্য।

'হ্যাঁ। তার জন্যই তো। তুমি কি তাকে দেখতে পাচ্ছো না?' পিটার অবাক হ'য়ে শুধোলো, 'ঐ যে বিছানায় আমার পায়ের নিচে।' সে বাঁ পায়ের আঙুল বাড়িয়ে দেখালো।

তার মা তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ওর কপালে ঠোঁট রাখলেন, 'তোমার মাথাটা আগুনে চাপানো হাঁড়ির মতো। আজ বিছানাতেই থাকবে। আমি যাই একজন নার্স ডেকে আনি।'

পিটার হতাশ হ'য়ে বললো, 'তুমি দেখতে পাচ্ছো না?' তারপর হঠাৎ হেসে উঠলো, 'ঐ যে তোমার দিকে তাকিয়ে হাততালি দিচ্ছে আর হাসছে। তুমি শুনতে পাচ্ছো না?'

তিনি আস্তে ঘাড় নাড়লেন, তারপর ভয় পেয়ে আবার স্টোভের দিকে এগোলেন।

সন্ধেবেলায় নার্স এসে পিটারের টেম্পারেচার নিলো। বিচক্ষণ-

ভাবে ঘড়ি দেখতে-দেখতে নাড়ি দেখলো এবং তারপর পিটারের মায়ের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে গেলো।

'মাথার ট্যাম্বুশটা ক'মে গেলেই ও দু-একদিনের মধ্যে ভালো হয়ে যাবে। এমনিতে কিছু হয়নি। ও বিছানাতেই শান্ত হ'য়ে থাকে যেন। আমি ছেলেকে দিয়ে সন্ধেবেলায় ওষুধ পাঠিয়ে দেবো'খন।'

'কিন্তু টোকোলোশ?' পিটারের মা জিগ্‌গেশ করলেন, 'ও নিজের মনেই সারাক্ষণ কথা বলে এবং হাসে। আর বলে বিছানায় টোকোলোশ ব'সে আছে।'



নার্স শুনে কাঁধ ঝাঁকালো, কেননা সে অত্যন্ত ক্লান্ত। তাছাড়া বাড়ি ফিরে চেয়ারে পা তুলে লাইব্রেরি থেকে ছেলের ধার ক'রে আনা বইয়ের গল্প শোনার আগে আরো অনেক রুগি দেখতে হবে।

'কেউ টোকোলোশকে দেখতে পায়, কেউ পায় না। কে বলতে পারে যে টোকোলোশ নেই? পিটার যে-রাতে জন্মালো, সেদিন তুমিও তো টোকোলোশকে দেখেছিলে। আমি কোনোদিন দেখিনি।' সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'ও যখন ভালো হ'য়ে যাবে, তখন দেখবে টোকোলোশ আর বিছানায় ব'সে নেই।' এই ব'লে সে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করতে-করতে তার পুরনো সাইকেলে চাপলো, ছেলেকে দিয়ে

ওষুধ পাঠানোর ব্যাপারে বিড়বিড় ক'রে কী যেন বললো, তারপর রাস্তা দিয়ে শোঁ-শোঁ ক'রে বেরিয়ে গেলো।

কিন্তু টোকোলোশ থেকে গেলো। পিটার একটু ভালো হ'য়ে ওঠার পর বন্ধুদের সঙ্গে আবার খেলাধুলো করবার অবস্থা যখন হ'লো, তখনও ও তাদের সঙ্গ এড়িয়ে একা-একা শহরে যাবার রাস্তা ধ'রে লম্বা পাড়ি দিতে লাগলো। সারাক্ষণ সে নিজের সঙ্গে কথা বলতো আর হাসতো। তার বাবা জেল থেকে ফেরার পর, পিটারকে নিয়ে গেলেন হাসপাতালে, শ্বেতাঙ্গ ডাক্তার দেখাতে। কিন্তু শাদা চামড়ার ডাক্তারও কিছু করতে পারলেন না। অনেক রাত পিটারের মা জেগে নীরবে কাঁদতেন ছেলের অসুখের জন্য। আর পিটারের বাবা রেগে যেতেন, মাঝে মাঝে তার মাকে দু-চার ঘা-ও দিতেন, কেননা ছেলের অসুখের জন্য তিনি লজ্জিত ছিলেন এবং জানতেন যে তাঁর করার কিছুই নেই। কিন্তু পিটার আগে কখনো এর চেয়ে আনন্দে ছিলো না। টোকোলোশ কি তার বন্ধু নয়? আর নার্স তার বুড়ো, শীর্ণ, ক্লান্ত কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, 'তোমরা কী চাও? ও তো সুখী। এখনো ও ছেলেমানুষ। বড়ো শহরে কাজ করতে পাঠাও, দেখবে টোকোলোশ চ'লে গেছে।'

'আর যদি না-যায়?' পিটারের মা শুধোতেন। নার্স আবার তার কাঁধ ঝাঁকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতো, 'কেউ টোকোলোশকে দেখতে পায়, কেউ পায় না। কে বলতে পারে যে টোকোলোশ নেই?'

অতএব এর পর থেকে সূর্য ওঠার আগে ভোরে পিটার ঘুম থেকে উঠে বাবার সঙ্গে শাদা লোকেদের শহরে কাজ করতে বেরিয়ে যেতো। মস্ত বড়ো বাড়িতে যেখানে কাগজ ছাপা হয়, সেখান থেকে খবরের কাগজ নিয়ে এসে সে একটা ভিড়ের রাস্তার কোণায় দাঁড়িয়ে পথচারীদের যতোগুলো সম্ভব বিক্রি করতো। সঙ্গে থাকতো টোকোলোশ। যেহেতু খবরের কাগজ বগলে নিয়ে সে সব সময়ে

হাসতো, বহু লোকে তার হাসি দেখে হেসে থেমে পড়তো এবং ওর কাছ থেকেই কাগজ কিনতো। কেউ-কেউ বা ফেরৎ পয়সাটাও বখশিশ দিয়ে যেতো। কখনো-কখনো তাকে ফিরে গিয়ে ঐ বাড়ি থেকে আরেক তাড়া কাগজ নিয়ে আসতে হ'তো। ফলে কোনো-কোনোদিন তার পকেটে থাকতো ছ-সাত শিলিং। তাই তার মা ছেলের অসুস্থতার জন্য আর বিষণ্ণ থাকতেন না, বাবাও আর লজ্জিত ছিলেন না। কারণ কেউ টোকোলোশকে দেখতে পায়, কেউ পায় না। কে বলতে পারে যে টোকোলোশ নেই?

দীর্ঘ পদযাত্রা শুরু

কারখানা দোকান আর সামনে বাগানওলা বাড়ি দিয়ে ঘেরা শাদা চামড়াদের শহর এবং কাঠ আর টিনের কুঁড়ে ছাওয়া কালোদের শহরতলির মাঝখানে দশ মাইল শড়ক। কারণ মনিবরা কি নোকরদের সঙ্গে থাকতে পারে? ভাগ্যিশ রাস্তাটা আছে, নয়তো রাগের মাথায় বা যন্ত্রণা অসহ্য হ'য়ে উঠলে কালা আদমিগুলো কী ক'রে বসবে কে জানে? এই লম্বা সোজা পথটা সুতোয় বাঁধা ঘন্টির মতো, যাতে শাদা লোকেরা আগে থেকে সাবধান হ'তে পারে এবং নিজেরা তৈরি হবার সময় পায়।

খুব ভোরে যখন তারারা আকাশে এর-ওর কাছে গুনগুন করতে থাকে, তখন শাদাদের বড়ো সবুজ বাসগুলো গর্জন করতে-করতে শহরতলিতে আসে এবং তারপর কালো মেয়ে-পুরুষদের শহরে কর্মস্থলে নিয়ে যেতে শুরু করে। খুব ভোর থেকেই এই নিয়ে যাওয়াটা আরম্ভ করতে হয়, কেননা বাসের সংখ্যা অল্প, কালোরা অনেক। আর কালোরা যদি না-আসে, তা-হলে কারখানায়, সামনে বাগানওলা বাড়িগুলোতে, কে কাজ করবে? কে কাপড় কাচবে, রান্নাবান্নাই বা কে করবে? তাই সবুজ বাসগুলো তারাদের গুনগুনানি ডুবিয়ে

দিয়ে গর্জন করতে থাকে, লম্বা সার বেঁধে দাঁড়ানো কালো জনতাকে আস্তে-আস্তে গিলে ফেলে চালান ক'রে দেয় শহরে। এ-রকমই চলে যতোক্ষণ-না প্রখর মধ্যাহ্নে শহরতলি খাঁ-খাঁ করতে থাকে—কেবল দু-চারজন বুড়ি প'ড়ে থাকে বুড়ো আর বাচ্চাদের দেখাশোনা করার জন্য। আর সমস্তটা দিন সারা শহরতলি নিঝুম ফাঁকা হ'য়ে থাকে, যেন কোনো ঘরের মধ্যে একটি লোক বিছানায় ম'রে প'ড়ে আছে। আবার গোধূলিতে বাসগুলির গর্জনে শহরতলি কেঁপে ওঠে—এক-এক ক'রে তারা মালগুলি খালাশ ক'রে দিয়ে যায় শান্ত, অপেক্ষমাণ রাস্তায়। কিছুক্ষণ পরেই রাত নেমে আসে। শেষ বাসটা এসে পড়ে, শহরতলি আবার জ্যান্ত হ'য়ে ওঠে স্পন্দমান অন্ধকারে।

কিন্তু একদিন রাত্রে একটা গুজগুজানি শহরের রাস্তা থেকে শহরতলির কুঁড়েগুলোয় ঝোড়ো হাওয়ার মতো দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো। ফিশফিশানিতে জানা গেলো তার পরের দিন থেকে বাসের ভাড়া এক পেনি ক'রে বাড়বে। বাসের মালিকেরা বললো, 'শাদাদের মহাযুদ্ধে সব কিছুর দাম বেড়ে গেছে। বাসেদের মুখ ভর্তি করবার জন্য আমাদের বেশি দিতে হবে। আমরা যে-টাকাটা খরচ করছি, সেটা কালোদের কাছ থেকে কি উশুল করবো না? শহরের দশ মাইল পথের জন্য চার পেনি যথেষ্ট নয়।' আর শুকনো, গরম রাগে রি-রি করতে লাগলো কালোদের কলজে।

'পয়সাটা আসবে কোত্থেকে?' পিটারের মা জিগ্‌গেশ করলেন আর তাঁর পড়শি, যার স্বামী অনেকদিন গত হয়েছে—পাঁচটি সন্তান রেখেছে আর নিজেকে যে টিঁকিয়ে শাদা আদ্‌মিদের সুজনি-চাদর শার্ট আর মোজা কেচে, কুঁড়ের বাইরে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বললো, 'পয়সাটা আসবে কোত্থেকে শুনি? শাদা চামড়াটা, যার কামিজ আর মোজা আমি কাচি, সে কি বাড়তি পয়সাটা দেবে? ছেলেগুলোন যখন পেটের জ্বালায় কাঁদবে, তখন কি

ওদের বলবো, যে পয়সা গেছে বাসের মুখ ভর্তি করতে, যদিও বাসগুলোর মালিকদের বাড়িগুলো আর সামনের বাগানগুলো আরো বড়ো হচ্ছে ?' সে পাছায় হাত রেখে মাটিতে থুতু ফেললো, 'বাস আর পাঁচ পেনি টিকিটের নিকুচি করেছে। আমি হেঁটে যাবো।' রাতে পিটারের বাবা পরিজ খেতে-খেতে বললেন, 'কাল খুব সকাল-সকাল উঠতে হবে, পিটার, কেননা আমরা শহরে হেঁটে যাবো। আর পায়ে হাঁটার পক্ষে পথটা বেশ লম্বা।' আর সারা শহরতলির সমস্ত মানুষেরা যারা শাদা চামড়াদের হেঁশেলে কাজ করে কিংবা বাসন ধোয়, সবাই পরস্পরকে বললো, 'আমাদের পা আছে, আমরা কেন হাঁটবো না ? বাসের ভাড়া দেবার মতো বাড়তি পয়সা আমাদের নেই। আমরা হাঁটবো।'

আকাশ তখনো কালো। তারাদের চোখের জল তার ওপর জ্বল-জ্বল করছে—শহরতলির লোকেরা ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলো, তাদের ছোট্টো চুলোগুলো জ্বালালো। কাঁপা-কাঁপা অন্ধকারে ছোট্টো পিরিচে পরিজ এবং বোধহয় একটু কফি—তারপর শুরু হ'লো মহাযাত্রা। মাইলের পর মাইল চলেছে, পা প্রতি মুহূর্তে ফুলে উঠছে, এই অবস্থায় চলা মানে যেন ভারী কিছু বেঁধে দেওয়া হয়েছে—তলার মাটি ক্রমশ শক্ত হ'য়ে উঠছে। মাইলের পর মাইল চলেছে, তার শেষ নেই ; আর শাদাদের শহর তখনো ঘুমন্ত। এই সময়ে হঠাৎ একটি মেয়ে গান ধরলো, পায়ের পাতার মতো ধীর অথচ ভারী গান। গানের বিষয় চিরকুট আর বাস, তাদের ঘিরে থাকা ঘন অন্ধকার, যে-আগুন তারা জ্বালিয়ে রেখে এসেছে, পয়সার অভাবে তাদের দীর্ঘ পদযাত্রা। আর এ-গান গ্রীষ্মের বর্ষণের মতো, প্রথমে কয়েক ফোঁটা, তারপর আকাশ থেকে নেমে এলো প্রচণ্ড ধারা। এই গানের প্রবাহে পায়ের তলার মাটি নরম হ'য়ে গেলো, পায়ের পাতা আর ভারী রইলো না, সামনের দীর্ঘপথ ছোটো হ'য়ে গেলো।

ভোর হবার সঙ্গে-সঙ্গে আকাশ যখন ধূসর হ'লো, তখন শাদা

লোকেরা ঘুমের মধ্যে এই মহাগীত শুনতে পেয়ে বিছানায় ন'ড়ে-চড়ে বসলো। তারা জেগে উঠলো। তাদের বাড়ির জানলা দিয়ে দেখতে পেলো কালো লোকের অন্তহীন সারি। তাদের কণ্ঠে গান এবং তারা পা বাড়িয়ে চলেছে কারখানার পথে কিংবা খিড়কির দোরে। 'ব্যাপার কী?' একজন আরেকজনকে জিগ্‌গেশ করলো, 'ওরা হাঁটছে কেন? বাসগুলো কোথায়?' আর বাসগুলো শহরতলির খোলা জায়গায় ঘুমুতে লাগলো—নিঃশব্দ এবং শূন্য।

খবরের কাগজগুলো চেঁচালো, 'কালো লোকেরা হাঁটছে। এক পেনির জন্য দশমাইল!' শাদা লোকেরা পরস্পরকে বললো, 'কাল থেকে ওরা বাসে চড়বে। কেননা শহরতলি থেকে শহর অনেক দূর, কতোটা দূর সেটা মালুম হয় পায়ে হেঁটে মাইলগুলো গুনলে।' আর খবরের কাগজগুলো বললো, 'তাদের যা দিতে আদেশ করা হয়েছে, তারা তা-ই দিতে বাধ্য। নয়তো কালো লোকেরা ইচ্ছেমতো ভাড়া দিলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে? এটা কিছু লোকের শয়তানি, যারা ভাবছে ঝক্কি-ঝামেলার কাঁধে চেপে নিজেরা বড়ো হবে। কিন্তু শহর থেকে শহরতলির পথ অনেক বড়ো, আর ক্লান্ত দিনের শেষে রাস্তাটা আরো বড়ো মনে হয়। যারা দু-বার হেঁটেছে, তারা আর হাঁটবে না।' তা সত্ত্বেও পরদিন রাতে বাসগুলো শহরতলিতে ঘুমুতে লাগলো আর কালো লোকেরা জ্যোৎস্না রাতে চলা আরম্ভ করলো। তার পরের রাতেও তারা আবার হাঁটলো। শাদা লোকেরা ভয় পেয়ে বললো, 'তারা হাঁটছে, খবরের কাগজের কথায় কান দিচ্ছে না।' শহরের মেয়র কাউন্সিলরদের বললেন, 'আমরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবো।' আর প্রধানমন্ত্রী বললেন, শিগগিরই সব মিটে যাবে। ওদের হাঁটতে দাও। তবেই ওরা টের পাবে যে ওদের পায়ের পাতার চেয়ে রাস্তা বেশি শক্ত।' এবং তিনি মনে-মনে হাসলেন।

চতুর্থ দিনের দীর্ঘ পদযাত্রা অন্যান্য দিনের মতো শুরু হ'লো। রাতের স্থির ছায়ার মধ্য দিয়ে শহরতলির লোকেরা দু-তিন জন ক'রে লম্বা রাস্তায় বেরোতে লাগলো, যতোক্ষণ-না মানুষ আর পায়ের সংখ্যায় শহর ছেয়ে গেলো। আবার আরম্ভ হ'লো গান, এ-দল যদি ধরে সঞ্চারী তো অন্য দল শেষ করে অন্তরায়। আর সে কী গান—তোমার মনে হবে সমস্তটাই যেন তারাদের বৃন্দ-গান, হাত ধরাধরি ক'রে উজ্জ্বল কণ্ঠ মিলিয়ে একসঙ্গে গাইছে। কেননা কেউ যদি তিন রাত আর তিন দিন ধ'রে হাঁটতে পারে, যাওয়া-আসা করতে পারে দশ মাইল পথ, তাহ'লে সে কি পারবে না আরো তিন দিন কিংবা আরো তিরিশ দিন, না, না, আরো তিনশো দিন চলতে? এই প্রসঙ্গ নিয়েই কালো লোকেরা গাইছিল—গাইছিল এমন দিনের কথা যখন চিরকুট নিয়ে সব সময়ে সর্বত্র ঘুরতে হবে না, গভীর রাতে চলতে হবে না, যখন বুভুক্ষা, ভয় আর বিষাদ চিরকালের মতো শহরতলি ছেড়ে চ'লে যাবে, শিশুরা ইশকুল থেকে ফেরার সময় সূর্যের সঙ্গে হাসবে।

হঠাৎ এই চলন্ত লাইনটা বাধা পেয়ে দাঁড়ালো। রাত্রির বুক চিরে শয়ে-শয়ে টর্চের আলো জ্ব'লে উঠলো? 'ওহে কালা ছোকরা, পাশ কোথায়? পাশ দেখাও।' টর্চের আলোয় ধাঁধিয়ে যাবার জন্য বড়ো-বড়ো চোখ ক'রে কালো লোকগুলো রাস্তার ধারের ছায়া থেকে এক তাল জড়পিণ্ডের মতো এগিয়ে এলো। আর সেই মুহূর্তেই যে-মেঘ এতোক্ষণ চাঁদকে ঢেকে রেখেছিল, সেটা স'রে গেলো এবং শাদা আলো রাস্তায় উপ্‌ছে প'ড়ে দাঁড়িয়ে থাকা হাজার-হাজার লোককে উদ্ভাসিত ক'রে দিলো। পুলিশেরা ঐ লাইন থেকে পাশের জন্য এগুচ্ছে আর চিৎকার করতে-করতে কালো শক্ত ব্যাটনের বাঁট দিয়ে দু-চার ঘা দিচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে হাজারেরও অনেক বেশি লোককে

এক পাশে দাঁড় করানো হ'লো চিরকুট না-থাকার জন্য। খাকি পুলিশের লরি গর্জন ক'রে উঠলো ওদের নিয়ে যাবার জন্য। অন্য অপেক্ষমাণ লাইনটি নীরবে কাঁপতে লাগলো।

'পিটার,' ভয় পেয়ে ফ্যাশফেশে গলায় তার বাবা বললেন, 'আমি তো অনেক খুঁজলাম। কিন্তু সঙ্গে তো পাশ নেই। বিছানার কাছে চেয়ারটাতে নিশ্চয়ই ফেলে এসেছি। অথবা কাল যে-জামাটা পরেছিলাম তার মধ্যে আছে।'

'এখনও আমাদের কাছে এসে পৌঁছোতে আধ ঘণ্টাটাক দেরি হবে। তুমি কি লাইন থেকে স'রে পিছিয়ে যেতে পারো না—ঐ গাছে ঘেরা রাস্তার পাশে?'

'না, আমি লক্ষ করেছি। ওরা নজর রাখছে। একজন চেষ্টা করেছিল। তুমি তোমার মাকে গিয়ে যা ঘটেছে তা বোলো। আবার আমাকে হয়তো কিছুদিনের জন্য যেতে হবে।'

হঠাৎ পিটারের মনে হ'লো কে যেন তার বাঁ কান ধ'রে টানছে, তারপর যেন ফিশফিশ ক'রে বললো, 'ওদের সবাইকে বুক পকেট দেখতে বলো।' এ হ'লো টোকোলোশ।

'তোমার বুক-পকেটে আরেকবার ছাখো,' পিটার তার বাবাকে বললো। পিটারের বাবা বুক-পকেটে হাত গলালেন এবং কাঁপা আঙুলে একটা চিরকুট বের করলেন। চাঁদের আলোর দিকে চিরকুটটা মেলে চোখ দুটো ছোটো ক'রে তিনি পড়তে লাগলেন, 'এই কালো লোককে পাশ নেবার আদেশ থেকে রেহাই দেওয়া হ'লো। —কালা আদমি উন্নয়ন বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী।'

'এ তো দেখছি তাজ্জব ব্যাপার,' পিটারের বাবা চেঁচিয়ে বললেন, 'এই চিরকুট তো আমি আগে দেখিনি! এটা কী ক'রে আমার পকেটে এলো?'

'শিগগিরই অন্যদের বলো,' পিটার অনুরোধ করলো। পিটারের বাবা আশেপাশের লোকেদের ফিশফিশ ক'রে ব'লে দিলেন।

এক-এক ক'রে শহরতলির লোকেরা বুক-পকেটে হাত দিলো এবং কালা আদমি উন্নয়নের মন্ত্রীর ছাপ-মারা শক্ত কাগজের চিরকুট বের করলো। প্রত্যেকটিতে লেখা আছে, 'এই কালো লোককে পাশ নেবার আদেশ থেকে রেহাই দেওয়া হ'লো।—আদেশানুসারে কালা আদমি উন্নয়নের মাননীয় মন্ত্রী।' এটা খুবই অদ্ভুত এবং আশ্চর্যের ব্যাপার। লাইনের নীরবতার মধ্যে শুরু হ'লো চাপা গুঞ্জন, তারপর হঠাৎ ফেটে পড়লো হাসির ঘণ্টা, তার রেশ ছড়িয়ে পড়লো রাস্তায়—পরিবর্তনের পর পরিবর্তন। পুলিশেরা পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে মাথা নাড়লো। কেউ গেলো রেগে, আবার কেউ গেলো ভয় পেয়ে। একজন তরুণ পুলিশ আকাশে ফাঁকা আওয়াজ করলো এবং তৎক্ষণাৎ হাসি থেমে গেলো। কিন্তু পর মুহূর্তেই আবার শুরু হ'লো। লাইনের পঞ্চাশ জায়গা থেকে পুলিশেরা ছুটে গেলো সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বেঁটে-খাটো গাট্টাগোট্টা চেহারার কর্তার কাছে। প্রত্যেকের হাতেই শক্ত কাগজের চিরকুট আর মুখে বিস্ময় এবং হতাশা।

'এটা তাঁরই মোহর,' পুলিশের বড়োকর্তা বললেন, 'সইটাও মনে হচ্ছে তাঁরই।'

'আমি তো নতুন পাশের কথা কিছুই শুনিনি' পুলিশের ছোটো কর্তা বললেন।

'বোধহয় তিনি হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন,' একটু ভরসার সঙ্গে জনৈক তরুণ পুলিশ বললেন, 'এবং আমাদের অবগতির জন্য পাঠানো চিঠিটা হারিয়ে গেছে।'

'এটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার,' পুলিশের বড়ো কর্তা গর্জালেন, 'একবার হাসিটা শোনো।' ছোটো কর্তা জিগগেশ করলেন, 'আমরা চিরকুটের ব্যাপারটা চেপে যাবো?'

'না,' পুলিশের বড়ো কর্তা বললেন, 'এগুলি যদি সত্যি হয়, তাহ'লে, অবস্থা আরো খারাপ হবে। মন্ত্রী আমাদের মাপ

করবেন না।'

'আর প্রধানমন্ত্রীও চ'টে যাবেন,' মেজো কর্তা বললেন। সমস্ত পুলিশ ভয় পেয়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলো। 'আমাদের বরং ঝুঁকি না-নেওয়াই ভালো।'



অতএব পুলিশেরা আবার লরিতে চেপে বসলো, পুলিশের বড়ো কর্তার খাকি রঙের মোটা মোটরগাড়ি শহরের রাস্তা ধ'রে আগে-আগে চললো, তাকে অনুসরণ করতে লাগলো লরিগুলো। সেদিন সারাক্ষণ কারখানায়, হেঁশেলে আর রাস্তায় কালো লোকেদের কেবল এই আলোচনাই চললো কী ঘটেছে এবং কীরকম তাজ্জব ব্যাপার। কেউ-কেউ পিটারের টোকোলোশের কথা শুনেছে, কিন্তু শাদারা যখন বহু আগে এদেশে প্রথম এসেছিল, তখনই তো টোকোলোশ সাগর পেরিয়ে চ'লে গিয়েছিল। এখন কী ক'রে বিশ্বাস করা সম্ভব

যে এতোদিন অপেক্ষা ক'রে অবশেষে সে ফিরে এসেছে? নানা কোনায় ফিশফিশানি চললো—একটা গোপন ছাপাখানা নাকি আছে যেখানে কালা আদমি উন্নয়নের মন্ত্রীর মোহর এমন ছাপা যায় যে, কেউ আসলের সঙ্গে তার ফারাক্ ধরতে পারে না আর শহরতলিতে কে একজন আছে যে নাকি কালা আদমিদের মন্ত্রীর সই হুবহু নকল করতে পারে, এমনকি প্রধানমন্ত্রীর সইও। সে-সই দেখে কেউ বলতে পারবে না যে এটা তাঁর নয়, এমনকি শাদা আদমিদের কোনো যন্ত্রেও জাল ধরা যাবে না। কিন্তু কে সেই চতুর এবং সাহসী ব্যক্তি, আর কোথায়ই বা লুকোনো আছে সেই গোপন ছাপাখানা? আর পকেটে যারা চিরকুটগুলো ঢুকিয়ে দিয়েছিল তারাই বা কারা?

শ্বেতাঙ্গরা খবরের কাগজের মারফৎ সমস্ত ঘটনা জানতে পারলো এবং ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা ক'রেও মাথা-মুণ্ডু খুঁজে পেল না। অনেকেই রেগে গেলো, ভয় পেলো এবং তারা নিজেদের হাতের পাতা আঁচড়াতে লাগলো। কেউ-কেউ ব্যাপারটা খুব মজার মনে করলো এবং এ-রকম ঘটনা ঘটায় খুশিও হ'লো। কিন্তু তারা সংখ্যায় খুবই অল্প। কেননা এ-রকম লোক শাদাদের মধ্যে খুব বেশি থাকলে প্রথম কথা পাশের প্রথাই থাকতো না।

সেই রাতে সারা শহরতলি থেকে হাজার-হাজার লোক পিটারের কুঁড়ের সামনে জড়ো হ'লো টোকোলোশকে দেখতে এবং তার বিষয়ে আরো জানতে। কিন্তু যারা দেখতে এসেছে তাদের মতোই পিটারকেও রাত থাকতে বাবার সঙ্গে বেরোতে হয় হেঁটে শহরে পৌঁছোনোর জন্য। সেজন্য সে তার কুঁড়ের বাইরে একটা উঁচু কাঠের বাক্শোয় দাঁড়িয়ে সবাইকে তখনকার মতো বাড়ি যেতে বললো, কেননা আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দীর্ঘ পদযাত্রা শুরু হবে। যা ঘটেছে সবই টোকোলোশের কীর্তি এবং শহরতলির জনসাধারণ যদি চান তো তাহ'লে তাদের সবার হ'য়ে সে তার বন্ধুকে ধন্যবাদ জানাবে। এই কথায় সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো, কেননা

অধিকাংশই এসেছিল এ-নিয়ে ঠাট্টা করতে। একজন মেয়ে চেঁচিয়ে বললো, 'আমাদের টোকোলোশকে দেখাও। আমি টোকোলোশকে দেখতে চাই।' অন্যরাও এই ধুয়ো তুললো, যতোক্ষণ-না 'টোকোলোশ' শব্দটি ওপরে বাজপড়ার মতো আওয়াজ করতে লাগলো।

অগত্যা পিটার ভেতরে গেলো এবং টোকোলোশকে জিগগেশ করলো, 'আমি কি তোমাকে দেখাবো?' টোকোলোশ তখন বিছানার পায়ের কাছে ওপর-নিচে ডিগবাজি খাচ্ছে।

'হ্যাঁ,' টোকোলোশ বললো, 'তারা আমাকে দেখতে চাইলে দেখতে পাবে, তবে তোমার মতো তাদেরকেও বিশ্বাস করতে হবে যে আমি আছি।' এই ব'লে সে তার নাক ঘষলো এবং মুচকি হাসলো। 'কিছু-কিছু লোক হয়তো মানবে যে আমি আছি। দাঁড়াও, তোমার কাঁধে চাপি।'

তারপর দুজনে দরজা থেকে বেরিয়ে জনতার মুখোমুখি দাঁড়ালো।

আআ···! আমি দেখতে পাচ্ছি—কালো, খুদে, একরত্তি। ছেলেটার কাঁধে চেপে আছে।' পেছন থেকে একটি লম্বা মেয়ে চেঁচিয়ে বললো।

'আমিও দেখতে পাচ্ছি,' একজন তরুণ, যে গোপনে একটা খবরের কাগজ বের করে যেটা পুলিশ পছন্দ করে না, বললো, 'শোনো, কীরকম হাসছে!'

কিন্তু আর কেউ তাকে দেখতে পেলে না এবং আর কেউ তাকে শুনতে পেলো না। জনতা চেঁচাতে শুরু করলো।

'এটা ভোজবাজি!'

'কোথায়?'

'আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

'তুমি কে হে, যে আমাকে ওভাবে ঠেলছো?'

'আমি দেখতে পাচ্ছি না, আমি দেখতে পাচ্ছি না!'

হঠাৎ একজন চেঁচিয়ে বললো, 'আই! কাল আবার বিস্তর হাঁটা

আছে।' আর সঙ্গে-সঙ্গে ভিড় পাতলা হ'য়ে গেলো এবং কালো অন্ধকারে জনতা মিলিয়ে গেলো। শুধু সেই তরুণ এবং সেই মহিলা হাসিমুখে পিটারের কাঁধে টোকোলোশের দিকে চেয়ে রইলো। টোকোলোশ শীর্ষাসন করলো, দু-পা জোড় ক'রে শূন্যে ডিগবাজি খেলো, মুণ্ডুটা পেছনে ঘোরালো। তারপর হাসতে লাগলো, পিটারও হাসতে লাগলো, সেই সঙ্গে তরুণটি এবং মেয়েটিও।

'শুভরাত্রি,' তরুণটি বললো, 'শুভরাত্রি, পিটার। টোকোলোশ আমাদের দলে আছে জেনে খুশি হলাম।'

লম্বা মেয়েটি বললো, 'কাল এক সঙ্গে শহরে হাঁটা যাবে।' পিটার বললো, 'হ্যাঁ,' টোকোলোশও হেসে বললো, 'হ্যাঁ।'

ইতিমধ্যে অনেক মাইল দূরে শহরের অন্য প্রান্তে সারা রাত ধ'রে প্রধানমন্ত্রীর ঘরে আলো জ্বললো।

'ভয়ঙ্কর অবস্থা,' ভুরু কুঁচকে প্রধানমন্ত্রী বললেন।

'বটেই তো, বটেই তো, ভয়ঙ্কর অবস্থা,' ফোড়ন কাটলেন কালা আদমি উন্নয়নের মন্ত্রী। তাঁর কাজ হচ্ছে কৃষ্ণাঙ্গদের এখান থেকে ওখানে পাঠানো এবং এটা দেখা যে যাতে কোনো জায়গায় বেশি মজুরি দেওয়া না-হয়, যাতে অন্য জায়গায় বাড়তি মজুরির দাবি না-ওঠে। 'কালো লোকদের মধ্যে প্রবাদ আছে, "রাতে ঘন বজ্রপাত, শস্য হবে সুনির্ঘাত,"' ব'লেই তিনি প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকালেন। কালা আদমি উন্নয়নের মন্ত্রী কালোদের অনেক প্রবচন শিখেছিলেন। সুযোগ পেলেই তিনি তা খাটাবার চেষ্টা করতেন এটা দেখাবার জন্য যে অন্য সবার চেয়ে তিনি কালোদের বিষয়ে ভালো জানেন—অবশ্য একমাত্র প্রধানমন্ত্রী ছাড়া।

'এটা ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর,' আওড়ালেন কৃষ্ণাঙ্গ অধিগ্রহণ মন্ত্রী। তাঁর কাজ হচ্ছে কালোদের ব'লে-ক'য়ে রাজি করানো যে তারা সুখেই আছে এবং কোনো অভাব-অভিযোগ এলে তাদের ঠাণ্ডা করা। 'তারা যদি যে কোনো কিছুতে আমাদের সই জাল করতে পারে, তাহ'লে কী

উপায় ?'

'আর পুলিশকেও বলিহারি,' ডুকরে উঠলেন পররাষ্ট্র মেরামত বিভাগের মন্ত্রী, 'যত্তো সব উজবুক! বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের আমি কী বলবো? আমরাই এ-সব ষড়যন্ত্র করেছি? অবশ্য এ-কথা বলা যায় যে, এ-সব কিছুই ঘটেনি।' কিন্তু তবু তিনি সন্দিগ্ধ মুখে ব'সে রইলেন।

'এটা অবশ্য ওরা ঠিকই করেছে যে আমার নামের সইটাই ওরা নিয়েছে,' কালা আদমি উন্নয়নের মন্ত্রী বললেন, 'কালোদের প্রবাদে বলে "ষাঁড় চেনা যায় খুর দিয়ে।"'

প্রধানমন্ত্রী একটু বাঁকা ভাবে বললেন, 'তা তো বটেই।' এর পর সবাই চুপ ক'রে গেলেন।

'আমাদের আরো অনেক পুলিশ শহরে পাঠানো উচিত,' জাহাজ এবং রেলমন্ত্রী বললেন, 'এই বাসের পুরো ব্যাপারটাই আয়ত্তের বাইরে চ'লে যাচ্ছে। আমাদের চিরকালের মতো বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে আসল মনিব কে?' এই ব'লে তিনি একবার দৃঢ়তার সঙ্গে আঙ্‌ল মটকালেন।

'আমি একমত, আমি একমত', লম্বা রোগা বিচারমন্ত্রী চেঁচিয়ে বললেন। ডান চোখ দু-বার নাচিয়ে বললেন, 'এখন দরকার আরো কিছু গ্রেপ্তার।

'ওদের একটা আঙ্‌ল দাও, পুরো হাতটা খেয়ে ফেলবে,' প্রধানমন্ত্রী বললেন। এ-কথা শুনে সমস্ত মন্ত্রীরা তাঁর দিকে তাকিয়ে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন, কেবল নদী এবং বাঁধের মন্ত্রী ছাড়া। কেননা তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন এবং আত্মতৃপ্তিতে নিজের মনেই হাসছিলেন!

'খবরের কাগজগুলোকে আমি কী বলবো?' পররাষ্ট্র মেরামত দপ্তরের মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর দিকে আশায়-আশায় চেয়ে বললেন। কেননা কাগজে নাম বেরনোর মতো আর কোনো কিছুই তিনি পছন্দ করেন না এবং যে-কোনো উপলক্ষে তাঁর একটা বিবৃতি তৈরি থাকে।

'আমিই খবরের কাগজের সঙ্গে কথা বলবো, এটা আমার বিভাগ,' কৃষ্ণাঙ্গ অধিগ্রহণের মন্ত্রী বললেন।

'আমি নিজে খবরের কাগজের সঙ্গে কথা বলবো,' প্রধানমন্ত্রী বললেন। এ-কথা শুনে নদী এবং বাঁধের মন্ত্রী ছাড়া অন্যান্য মন্ত্রীরা এক সঙ্গে সায় দিলেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।' তিনি ঘুমের মধ্যে ছোটোখাটো নাক ডেকে ফেলেছিলেন ব'লে বিচারমন্ত্রী লাথি মেরে জাগিয়ে দিলেন। এভাবে সকাল পর্যন্ত তাঁরা কথা বললেন। অনেক পরিকল্পনা হ'লো। ছোটো হাজরির পর খবরের কাগজের রিপোর্টাররা এলে সব কিছু প্রতিশ্রুতি দেওয়া হ'লো।

মহাপদযাত্রার শুরু

মহাপদযাত্রার সপ্তম দিনের আগের দিন শ্বেতাঙ্গদের খবরের কাগজগুলো ছবিসহ প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভা আর শহরের বিশিষ্ট শিল্পপতিদের গোপন বৈঠকের পুরো কাহিনী ছাপলো। কাগজের প্রথম পাতার ছবিতে দেখা গেলো মন্ত্রীরা গম্ভীরভাবে পরস্পরের দিকে চেয়ে আছেন। মাঝের পৃষ্ঠায় ছাপা হ'লো মন্ত্রীদের বৌদের ছবি—তাঁরা পরস্পরের দিকে হাসিমুখে চেয়ে আছেন। সারা দেশ জুড়ে এরোপ্লেনে অনেক ওঠা-নামা হ'লো, সেই সঙ্গে ফাটকা বাজারেও অনেক ওঠা-নামা চললো। লোকজন হঠাৎ এলো, আবার হঠাৎই চ'লে গেলো। প্রধানমন্ত্রী একটি সভায় বক্তৃতা দিলেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব'কে গেলেন এবং বিশেষ কিছুই বললেন না। কিন্তু এটাই স্বাভাবিক। শ্বেতাঙ্গরা নিশ্চিত হ'লো যে যথোপযোগী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তারপর মহাপদযাত্রার দশম দিবসে, সকাল সাড়ে-সাতটায় শহরতলির কালো লোকেরা টের পেলো এই সব আসা-যাওয়া গোপন বৈঠকের আসল উদ্দেশ্য কী। যার-যার কারখানার ফটক পেরুতেই—পিটারের বাবা ষোলো বছর ধ'রে কাজ করছেন জ্যামের টিনের কারখানায়, লম্বা মেয়েটি বাক্‌শোতে পোশাক ভরার কাজ

করতো আর খবরের কাগজ হাতে ছেলেটি ছিলো গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরির কারখানায়—সব কালো লোকেরা একটা ক'রে খাম পেলো, যার ভেতরে গোলাপি রঙের চিরকুট। তাতে বড়ো-বড়ো হরফে ছাপা আছে :

যে-কেউ দেরিতে এলে অথবা শ্রান্তির জন্য ঠিকমতো কাজ করতে না-পারলে সঙ্গে-সঙ্গে বিনা মাইনেয় বরখাস্ত হবে।

যারা এই চিরকুট পড়লো, তাদের মধ্যে প্রচণ্ড অসন্তোষ দেখা দিলো। মাঝরাতে যখন বিছানা ছেড়ে উঠতে হয় সারাটা পথ হেঁটে আসবার জন্য, আর দেরিতে বাড়ি ফিরতে হয় পায়ে হেঁটে যাবার জন্য,তখন চোখ থেকে ঘুম এবং পায়েতে চেপে-বসা ক্লান্তি কে কেড়ে নিতে পারে? কে বলতে পারে যে সে নিশ্চিতভাবে ঠিক সময়ে উঠতে পারবে এবং পা থেকে ঘুমের রেশ ঝেড়ে ফেলতে পারবে যাতে দেরি না-হয়? মহাপদযাত্রা শুরু হবার পর থেকে অনেকেই কারখানায় আসতে কয়েক মিনিট দেরি ক'রে ফেলতো। এবং অনেকেই কাজ করতে-করতে ঘুমিয়ে পড়তো। এখন থেকে যারা দেরি ক'রে আসবে অথবা মেশিনের ওপর ঘুমুবে তাদের চাকরি চ'লে যাবে এবং শহরতলিতে ফিরে গিয়ে উপোশ করতে হবে। শাদা লোকেরা খুশি হ'লো এই ভেবে যে শেষ পর্যন্ত একটা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আরা রাস্তা-ঘাটে পরস্পরকে বলতে লাগলো, 'গোলাপি চিরকুটের ফলে তারা আবার বাসে চড়তে বাধ্য হবে।' আর খবরের কাগজগুলো বললো, 'এবার পদযাত্রা আর গান গাওয়া শেষ হবে।'

ঐদিন বিকেলেই ঘটনাটা ঘটলো। পিটারের বাবা জ্যামে ভর্তি টিনগুলো বাক্শোয় পুরছিলেন অপেক্ষমাণ লরিতে তুলে দেবার জন্য; এমন সময় তাঁর প্রচণ্ড ঘুম পেলো। তিনি জেগে থাকবার জন্য নিজেকে জোরে চিমটি কাটলেন, কিন্তু এ-চিমটি নিশ্চিয়ই স্বপ্নের মধ্যে কাটা হচ্ছিলো। তাই ম্যানেজার দেখতে বেরোলেন একটা মেশিনের মুখে কেন জ্যামের টিনগুলো আটকে আছে। ঘুরতে-

ঘুরতে গিয়ে দেখলেন যে পিটারের বাবা গুটিশুটি মেরে ঘুমিয়ে আছেন। তিনি তাঁকে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগালেন, তারপর তাঁকে নিয়ে গেলেন কারখানার মালিকের দপ্তরে। সেখানে মালিক এবং ম্যানেজারের বিস্তর তর্জনগর্জন হ'লো এবং পাঁচ মিনিট বাদে এলোমেলোভাবে পা ফেলতে-ফেলতে গেট থেকে রাস্তায় এসে পড়লেন পিটারের বাবা, তাঁর চাকরি খতম। তিনি পিটারের ওখানে গেলেন না, কারণ তাঁর লজ্জা হচ্ছিলো। তিনি মনে-মনে বললেন অন্য কোথাও একটা চাকরি জুটিয়ে নেবো যাতে পিটার আর তার মা জানতে না পারে। কিন্তু তিনি কারখানা থেকে কারখানায় ঘুরে বেড়ালেন, কোথাও কোনো কাজ পেলেন না। দিনের শেষে পিটারের সঙ্গে তাঁর যখন দেখা হ'লো তখন তিনি খবরের কাগজের স্তূপের ওপর ব'সে পড়লেন। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করলেন। পিটার তার বাবাকে কোনোদিন কাঁদতে ছাখেনি। সে তাঁর পায়ের দিকে চেয়ে রইলো, তিনি কী খবর শোনান এই আশঙ্কায়। সে-ও যখন কাঁদবার উপক্রম করছে, তখন বাঁ-কানে ফিশফিশানি শুনতে পেলো, 'ওঁকে কাঁদতে মানা করো। কী করণীয়, তিনি কালই জানতে পারবেন।'

টোকোলোশের গলা! সে ফিশফিশ ক'রে ব'লেই মুণ্ডুটা ঘোরালো, আর তারপরেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। টোকোলোশ যখন হাসে, তখন না-হেসে কে থাকতে পারে? অতএব পিটারও তার সঙ্গে হাসতে শুরু করলো, যে-প্রতিশ্রুতি এই হাসি ব'য়ে আনে তার জন্যও সে হাসতে লাগলো, যতোক্ষণ-না বাবা উঠে ক'ষে এক চড় লাগালেন পিটারের গালে:

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? এখন থেকে কী খাবো, গায়ে কী দেবো, তার ঠিক নেই। আমার চাকরিটা গেছে। তোমার মা কী বলবেন? তিনিও কি হাসবেন?'

পিটার কাঁদতে শুরু করলো, 'ঐ টোকোলোশটা। বাবা আমি

দুঃখিত। ঐ টোকোলোশটার জন্য!'

'টোকোলোশ!—ফের ঐ বাজে কথা?' বাবা চেঁচালেন, 'ও-সব জিনিশ আর নেই। শাদারা যখন এ-দেশে এলো, তখন টোকোলোশ সাগর পেরিয়ে চ'লে যায়। কেন যা-তা ভান করছো?'

'আমি মোটেও ভান করছি না,' পিটার চেঁচিয়ে বললো, 'ও এখানেই আছে। তুমি কি ওকে দেখতে পাচ্ছো না? আমার শার্টের কলার বেয়ে ওঠা-নামা করছে। তোমার মনে আছে সেই চিরকুটের কথা?'

'চ'লে এসো,' বাবা রেগে বললেন, 'বাড়ি পৌঁছোতে হ'লে এখন থেকে হাঁটা শুরু করতে হবে। ফের যদি টোকোলোশ বুজরুকির কথা শুনি, বেল্ট খুলে তোমায় এমন পিটুনি দেবো যে তার জ্বালায় টোকোলোশ চিরকালের মতো তোমার চোখের সামনে থেকে চ'লে যাবে। চলো, হাঁটা যাক।'

তারা বাড়ি-ফেরার-অনেক-মাইল পথ নীরবে হাঁটা শুরু করলো। যখন তারা শহর ছাড়িয়ে আসছে, তখন পিটারের বাবা তাঁর ছেলের চারপাশে চেয়ে বললেন, 'টোকোলোশ কী বলছিল যে ও-রকম হাসছিলে?'

'ও, টোকোলোশ হাসছিল ব'লে আমিও হাসছিলাম,' পিটার বললো। 'টোকোলোশ হাসলে, তোমাকেও হাসতে হবে, না-হেসে পারবে না। আমি জানি না, এ প্রায় হাঁচির মতো আপনি চ'লে আসে। ও প্রথমে তোমাকে কাঁদতে মানা করলো। কী করণীয় তুমি কালই জানতে পারবে।'

'হ্যাঁ, তা তো জানবোই', বাবা জবাব দিলেন। 'কাল, পরশু এবং আরো অনেক কালের পর আরো অনেক কাল, যতোদিন না বাপ-ঠাকুর্দাদের কাছে গিয়ে ঘুমুবো। আমার কপালে ভালো কিছুই ঘটে না, খালি আরো খারাপ। সব মানুষের মতোই মরতে আমার দারুণ ভয়। কিন্তু তবু ভালো যে মানুষ একদিন-না-একদিন মরে,

আর যখন ম'রে যায় তখন তার ব্যথা-কষ্টগুলোও নিশ্চয়ই ম'রে যায়। জানিস খোকা, অনেক সময় ইচ্ছে হয় অসুখ ক'রে তাড়াতাড়ি ম'রে যাই। অজানতে মরলে তো আর ভয় থাকবে না। কিন্তু তখন তোমার আর তোমার মার কী দশা হবে?'

পিটার হাত মুঠ ক'রে চোখ কচলালো, তারপর আলতোভাবে বাবার হাত ধরলো। আবার মহাপদযাত্রার সংগীত তাদের মধ্যে গুনগুনিয়ে উঠলো, মাইলের পর মাইল তারা অবাধে পা চালালো যতক্ষণ-না রাত হ'য়ে এলো এবং তারা শেষ দীর্ঘতম মাইলটি অর্থাৎ পৌঁছোবার আগের মাইলটি পেরলো।



পিটারের বাবা আবার রাতে তার সঙ্গে শহর অভিমুখে বেরুলেন, কেননা মানুষ যতোক্ষণ বেঁচে থাকে, ততোক্ষণ বোঝা যতোই দুর্ভার

হোক না কেন, রক্তে স্পন্দন জাগে পরদিন সকালের আশায়—রাস্তার অন্য প্রান্তে আগামী দিনে ঝাঁপ দেবার জন্য। আবার বাসগুলি শহরতলিতে ফাঁকা, নিঝুম অবস্থায় ঘুমিয়ে রইলো। কিন্তু এবার রাতে গান আর শোনা যাচ্ছিলো না, আর পাগুলোও ভারী। লোকগুলো ঐ চিরকুট নিয়ে আতঙ্কে ছিলো। সকলেই মনে-মনে বলছিল, 'আমার যদি দেরি হয়, তাহ'লে কী হবে? কিংবা যদি মেশিনের ওপর কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়ি? তাহ'লে ঢের ভালো হয়, যদি ঝোড়ো হাওয়া আমাকে সবচেয়ে উঁচু গাছের মগডালে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে ফ্যালে। নয়তো কেমন ক'রে বাড়ি ফিরে বাচ্চা-কাচ্চা আর তাদের মাকে বলবো যে, আমার চাকরি গেছে, এবার উপোশ করতে হবে?' এই পদযাত্রা খুবই বিষন্ন ও ক্লান্তিকর হৃদয়ে বোঝা নিয়ে পা টেনে-টেনে চলা। শুধু পিটার আর ঐ লম্বা মেয়েটি এবং ঐ তরুণটি যার খবরের কাগজের লেখা শাদা পুলিশেরা পছন্দ করে না সারা রাস্তা ধ'রে হাসলো, গাইলো। আশে-পাশের লোকেরা অবশ্য তাদের চুপ করতে বলছিল, কিন্তু তারা তো হাঁটছিল টোকোলোশের সঙ্গে। টোকোলোশ তাদের মাথার ওপর নাচছিল বাঁশি বাজাচ্ছিল, অন্য দেশে সূর্যের গান গাইছিল। পাথরের তৈরি নিরেট মাথা না-হলে টোকোলোশের আনন্দে হাসি কিংবা গান চেপে রাখা সম্ভব নয়।

অবশেষে ক্লান্ত মানুষের সারি শহরে পৌঁছলো এবং যে যার কারখানায় চ'লে গেলে ভিড়টা ছত্রখান হ'লো। ঠিক সেই মুহূর্তে নিদারুণ বিপদ নেবে এলো কালোদের ওপর। তাদের নিজের-নিজের কর্মস্থলের ফটক পেরোতেই প্রত্যেককে একটা ক'রে খাম ধরিয়ে দেওয়া হ'লো যার ভেতরে গোলাপি চিরকুট। তাতে বড়ো হরফে ছাপানো :

যে-রকমভাবে কাজ করা উচিত, তুমি সেভাবে কাজ করোনি। অতএব এই মুহূর্তে তুমি চ'লে যাও। কোনো মজুরি মিলবে না, কেননা তোমাকে আগেই

সাবধান করা হয়েছিল।

আগুন-লাগা বাড়ি থেকে ধোঁয়ার মতো মেয়েদের কান্না শূন্যে উঠে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়লো। পুরুষেরা নির্বাক হ'য়ে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। আস্তে-আস্তে দীর্ঘ পদযাত্রীরা একত্র হ'লো এবং ধীরে-ধীরে হাজার-হাজার মানুষ নত মস্তকে শহরতলিতে ফিরে গেলো। আর সন্ধে পর্যন্ত সারাটা দিন কুঁড়েঘরগুলোর বাইরে থেকে ফিশফিশ গুজগুজ আওয়াজ শোনা যেতে লাগলো। মেয়েরা কাঁদছিল আর পুরুষেরা শলা পরামর্শ করছিল কী করা যায়।

এবং তারপর গোধূলি হ'য়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে কেউ জানে না কে শুরু করলো, সারা শহরতলি জুড়ে আগুনের ফুলকি উঠতে লাগলো— আগুনের স্ফুলিঙ্গে পৃথিবীটা যেন আরেক আকাশে পরিণত হ'লো। ময়দানে বিরাট জনতার ভিড়, রাত্রি বিস্ফোরিত হ'লো গানে। কেননা কালো লোকেরা যখন বিষণ্ণ থাকে, তখন গান গায়—শরীর দুলিয়ে আকাশের দিকে গলা খুলে, যাতে হৃদয় থেকে যন্ত্রণা বেরিয়ে মাটিতে প'ড়ে পিঠ ভেঙে ফ্যালে। মৃদুভাবে গান শুরু হ'লো, মা যেভাবে বাচ্চাকে শান্ত করে সে-রকম গুনগুন করে, তারপর ছেলেরা ধীরে আরম্ভ করলো, মেয়েদের সঙ্গে গলা মেলালো। তাদের গলা ক্রমশ জোরে চড়তে লাগলো, যতোক্ষণ না সেই গান আগুনের মতো সারা শহরতলিতে ছড়িয়ে প'ড়ে একটার পর একটা কুঁড়েকে গ্রাস ক'রে ফেললো। তারপর হঠাৎ একসঙ্গে পুরুষ আর মেয়েদের গান থেমে গেলো—শুধু শোনা গেলো লম্বা মেয়েটির যন্ত্রণার বোঝার গান, শরীরের পক্ষে কতো দুঃসহ সে বোঝা। একা-একা সে গেয়ে চললো আকাশে গলা চড়িয়ে, তারপর গুলিবিদ্ধ মৃত পাখির মাটিতে প'ড়ে যাবার মতো দ্রুত সোজা খাদে নামিয়ে দিলো। সে চেঁচিয়ে বললো, 'পাশ, ঐ পাশ আমরা পুড়িয়ে ফেলবো।' পুরুষগুলো পকেট থেকে পাশ বের ক'রে আগুনে ফেলে দিলো আর মেয়েরা সেই স্ফীত আগুনের চারপাশে নাচতে লাগলো। চারপাশের লোক-

গুলোর চোখে আগুন নাচছে। আবার সারা রাত তারা গান গাইলো শব্দের সমুদ্র আছড়ে পড়তে লাগলো আকাশের নীরবতার ওপর যতোক্ষণ-না যন্ত্রণাগুলো আর গান সহ্য করতে না পেরে শরীর থেকে বেরিয়ে পিঠ ভেঙে মাটিতে প'ড়ে গেলো। অবশেষে সারি-সারি লোকেরা যখন যে-যার কুঁড়েতে ফিরে যাচ্ছে, তখন সেই তরুণ, যার প্রকাশিত কাগজ পুলিশ পছন্দ করে না, চেঁচিয়ে বললো, 'ওরা আমাদের কাজ করতে দেবে না। তা সত্ত্বেও ওরা এখানে আসবে এবং আমাদের বলবে শহরে ফিরে যাও। কিন্তু আমরা বলবো, না, আমরা কাজ করবো না।' তার চিৎকার প্রতিধ্বনিত হ'লো ঘরমুখো লোকগুলোর মধ্যে, 'শহর মাথায় হাত দিয়ে ব'সে থাক, ঘুমিয়ে থাক। আমরা কে যে তাকে জাগিয়ে তুলবো?'

সেই রাতে শহরতলিতে দ্রুত চলাফেরার আওয়াজ আর শোনা গেলো না, শহরে যাবার পথ একেবারে ফাঁকা, শুধু চাঁদ ছাড়া। দীর্ঘ পদযাত্রা শেষ হ'য়ে গেছে। তারপর যখন সকাল হ'লো, শহর জেগে উঠলো একলা ঘরে নির্জন বুড়ির মতো যেন প্রতিটি শব্দ শুনছে আর নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসে ভয় পেয়ে যাচ্ছে। কারখানা কিংবা ঘর-বাড়ি কোনো জায়গার চিমনি থেকেই ধোঁয়া উঠলো না, কেননা কালো লোকগুলোই কয়লা দেয়, আগুন দেয়। কালো লোকেরা যখন আর নেই, তখন কে নিচু হ'য়ে আগুনের তাপ বাড়িয়ে দেবে? জ্যাম ভরবার জন্য মেশিনে যে-রুপোর টিন তৈরি হয়, সেগুলো স্থির হ'য়ে রইলো, কেননা পিটারের বাবার মতো কালো আদমিরাই তো কারখানার পাগুলো চালু রাখে। সুতরাং পিটারের বাবা যখন শহরতলিতে ঘুমুচ্ছেন, তখন যন্ত্রও ঘুমোবে। রাস্তার ফুটপাতগুলো এতো ফাঁকা যে দু-চারজন যারা যাচ্ছে তাদের পায়ের শব্দ শূন্যে গমগম করছে। কেননা কালোরা শহরে কাজ করতে এবং কেনাকাটা করতে না এলে দোকানপাট ফাঁকা থাকে। শাদা লোকেরা নিজে-নিজে তাদের ঘরদোর ঝাঁট দিলো, নিজেদের বিছানাপত্তর তুললো,

রান্নাবান্না সারলো।

শহরের মেয়র কাউন্সিলের সব সদস্যদের ডেকে বললেন 'ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। আমাকে ওরা বললো যে কালা আদমিদের একটা ক'রে গোলাপি চিরকুট দেওয়া হয়েছে, তাতে ছাপার হরফে লেখা আছে যে তারা যেহেতু ঠিকমতো কাজ করছে না, সেজন্য তারা শহরতলিতে ফিরে যাক! এখন তারা একেবারেই কাজ বন্ধ ক'রে দিয়েছে। আমার কারখানাতেও এ-রকম গোলাপি চিরকুট দেওয়া হওয়া হয়েছে, অথচ আমি এ-রকম হুকুম কখনোই দি'নি। এখন আমি খোঁজ নিলাম কে এই কাগজ ছেপেছে, কিন্তু কেউ কিছু জানে না।'

'ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি, ভয়ঙ্কর,' আক্ষেপ করলেন বেঁটে চকচকেমুখো কাউন্সিলর, যিনি আবার জ্যামের টিনের কারখানারও মালিক। 'কে যে খামের মধ্যে গোলাপি চিরকুটগুলো বিলি করলো মনে হচ্ছে কেউ জানে না। আমি ম্যানেজারকে জিগগেশ করেছি, তিনি আবার কারখানার অন্যান্য শাদা লোকদের জিগগেশ করেছেন। প্রত্যেকেই বলছে এটা একটা রহস্য। রহস্যই বটে!' তিনি কাৎরালেন।

'পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছেন?' পাকা, খোঁচা-খোঁচা গোঁফওলা একজন ছোটোখাটো মানুষ মেয়রকে জিগগেশ করলেন।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই,' মেয়র চেঁচিয়ে বললেন, 'কী ক'রে ঘটলো তারাও কিছু জানে না। আমরা কী করবো?'

জনৈকা মহিলা কাউন্সিলর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'পদযাত্রার সময় যে-রকম হয়েছিলো, সে-রকম কিছু ঘটেছে। শহরলিতে অদ্ভুত-অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটছে।'

'অদ্ভুত কিছুই নয়', মেয়র ধমকে দিলেন, 'তাদের হাতে যে-ক্ষমতা ছিলো, সেটা অবশেষে তারা ফিরে পেয়েছে। আমি ভাবছি আমরা শহরতলিতে একটি প্রতিনিধি সভা দরবার করতে পাঠাবো—আমি নিজে যাবো—কালা আদমিদের বলবো পুরো ব্যাপারটাই ভুল হয়েছে।'

টাইয়ের গেরো নিয়ে খেলা করতে-করতে বেঁটে চকচকেমুখো কাউন্সিলর বললেন, 'যদি তারা বলে যে তারা আসবে না ?'

'এটা তো আপনারই পরিকল্পনা ছিলো,' মেয়র তাঁর দিকে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আপনিই তো পরিকল্পনা করেছিলেন যে ওদের সাবধান ক'রে চিরকুট দেওয়া হোক। তাহ'লে ওরা বাধ্য হবে বাসে চড়তে। এখন বুঝুন ঠেলাটা !'

'আপনিও ভোট দিয়েছিলেন, আপনিও ভোট দিয়েছিলেন,' বেঁটে চকচকেমুখো কাউন্সিলর চেয়ারে ওঠ-বস করতে-করতে তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন।

'হ্যাঁ, আমি ভোট দিয়েছিলাম,' মেয়র দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমি এখন তার জন্য দুঃখিত।'

জনৈকা মহিলা সদস্যা ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বললেন, 'ওরা কেউ আসবে না। কেনই বা আসবে ?'

'আমার ধারণা ওরা আসবে,' মেয়র বললেন, 'ওদের টাকা-পয়সা নেই, ওরা খাবে কী ? এখনও রাতে ঠাণ্ডা—পিঠে দেবার জন্য কম্বল কেনার পয়সা আসবে কোত্থেকে ? আমাদেরকেও ওদের দরকার।' সুতরাং এই সিদ্ধান্ত হ'লো যে মেয়র এবং গণ্যমান্য কাউন্সিলরদের নিয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধিদল শহরতলিতে যাবেন বুঝিয়ে বলবার জন্য যে চিরকুটের ব্যাপারটা ভুল হয়েছে এবং কালা আদমিদের শহরে ফিরে আসতে বলবেন।

দেশের আরেকটি মহানগরে আবার প্রধানমন্ত্রীর আবাসে সারারাত ধ'রে আলো জ্বললো। সেখানেও কালোরা তাদের শহরতলির ঘরে প'ড়ে রইলো, ফাঁকা আকাশে কারখানাগুলো ঘুমিয়ে রইলো।

'আমি তো আপনাদের ব'লেই ছিলাম,' বিচারমন্ত্রী চেঁচিয়ে বললেন। তাঁর বাঁ গাল কথা বলবার সময় এমন কুঁচকে গেলো যে মনে হ'লো যেন কপালের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করবে : 'যদি আমরা শহর-

তলিতে আরো পুলিশ পাঠাতাম এবং নেতাগুলোকে হাজতে পুরতাম, তাহ'লে এটা ঘটতো না। কালা আদমিরা এখন আর ভয় পায় না, আর একবার যদি তাদের ভয় চ'লে যায়, তাহ'লে কী যে ঘটবে কে বলতে পারে?'

'ঠিক,' প্রধানমন্ত্রী বললেন। অন্ধকার ঘরে আগুনের চুল্লি থেকে অগ্নিশিখা যেমন চালকে উদ্ভাসিত করে, তেমনি তাঁর মুখ স্মিত হাসিতে খেলা করতে লাগলো।

'যে-কুকুর ভয় পায় না, সে তার মনিবের ঠ্যাঙ কামড়ে দেয়,' প্রবলভাবে মাথা নেড়ে কালা আদমি উন্নয়নের মন্ত্রী বললেন।

'প্রধানমন্ত্রী ঠিকই বলেছেন,' কালা আদমি অধিগ্রহণের মন্ত্রী বললেন, 'আমাদের দেশের জীবনযাত্রায় কালা আদমিরা যে বিস্ময়কর ভূমিকা নেবে, তার জন্য তাদের ওপর সুপরিকল্পিতভাবে একটু-আধটু বলপ্রয়োগের মতো দাওয়াই আর নেই।' ব'লে তিনি প্রধানমন্ত্রীর দিকে চেয়ে মুচকি হাসলেন।

'আমরা খোলাখুলিভাবে কিছু করবো না,' পররাষ্ট্র মেরামত বিভাগের মন্ত্রী বললেন, 'আমাদের বিরুদ্ধে ঝামেলা পাকাবার কোনো সুযোগ আমরা তাদের দেবো না। উশকোবার জন্য তো আছে অন্য জায়গার আর্চবিশপ আর বিশপ, পুরুত আর নাক-গলানো অধ্যাপকেরা, কাগজের সম্পাদক, যারা সব সময়ে উত্তেজনা ছড়াচ্ছে, দেশের টাকাওলা কারবারি লোক আর সেই লোকগুলো যাদের এতো বড়ো আস্পর্ধা যে আমাদের শেখায় আমরা কী ক'রে বাঁচবো,' বলতে-বলতে উত্তেজনায় তাঁর গলা এমন ধ'রে এলো যে নদী এবং বাঁধ দপ্তরের মন্ত্রী জেগে উঠলেন।

'না', প্রধানমন্ত্রী নরমভাবে বললেন, 'ভেতরে কী ঘটছে, সেটাই জরুরি। দেশের বাইরেব ব্যাপার নিয়ে কিছু এসে যায় না।' আর, একবার প্রধানমন্ত্রী এই সিদ্ধান্ত করলে কী বলার থাকতে পারে? এমনকি পররাষ্ট্র মেরামত বিভাগের মন্ত্রীও সেই মুহূর্তে কিছু বলতে

পারলেন না। পররাষ্ট্র মেরামত মন্ত্রী যখন চুপ ক'রে থাকেন, তখন নিশ্চিত জেনো যে বলার কিছু নেই। কেননা কিছু বলতে না পারলে তাঁর মহাকষ্ট। সারা রাত ধ'রে কী করণীয় সে-বিষয়ে ক্যাবিনেটে .আলোচনা হ'লো—প্রধানমন্ত্রী যা বললেন, ক্যাবিনেট সদস্যরা ঘাড় নেড়ে তাতে সায় দিয়ে গেলেন। তারপর ছোটো হাজরির পর খবরের কাগজের রিপোর্টাররা হুড়মুড় ক'রে এলো। প্রধানমন্ত্রী ফোটোগ্রাফারদের ছবি নেবার জন্য স্মিত হেসে দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'আমরা সারা রাত ধ'রে কথা বলেছি, শ্বেতাঙ্গদের ভয় পাবার কিছু নেই। ঘর হচ্ছে বাইরের চেয়ে জরুরি। তাই আমরা ঠিক করেছি। আমরা যা ঠিক করেছি তা যখন করবো, তখন কালা আদমিরা কারখানায় ফিরে যাবে—সব কিছুই আগের মতো হবে, বরং আগের চেয়ে একটু ভালো।' আর কালা আদমি উন্নয়ন মন্ত্রী কালা আদমি অধিগ্রহণের মন্ত্রীকে কনুই দিয়ে ঠেলে সতর্ক ক'রে দুজনে স্মিত হেসে দাঁড়ালেন ফোটো তোলার জন্য।

সভা

ইতিমধ্যে যেখানে মহাপদযাত্রা হয়েছিল এবং এখন যেটা বন্ধ হ'য়ে গেছে, সেই শহরের মেয়র শহরতলিতে যাবার উদ্দেশে কালো ঝকঝকে গাড়িতে চাপলেন—তাঁর গলায় ভারী সোনার হার, বিশেষ উপলক্ষে তিনি এটা প'রে থাকেন। পরিত্যক্ত শহরের রাস্তা ধ'রে মধ্যাহ্নে তাঁর গাড়ি দ্রুত এগিয়ে চললো। তার পেছনে আরো ছ-টি কালো গাড়ি, প্রত্যেকটিতে একজন ক'রে কাউন্সিলর ব'সে। সাতটা গাড়ি যখন একত্রে গর্জন ক'রে এগোচ্ছিলো, তখন শহরতলিতে কালো লোকেরা বৃহত্তম জনসমাবেশে ব্যস্ত। সভার জন্য নির্দিষ্ট খোলা জায়গায় ক্রমে-ক্রমে জমায়েৎ হবার পর যারা তাকিয়ে ছিলো বিস্ময়ে তাদের চোখ বড়ো-বড়ো হ'য়ে গেলো। কে ভেবেছিল শহরতলিতে

এতো অগুনতি কালো লোকের বাস? যখন তারা যে-যার জায়গায় আলাদা-আলাদা থাকতো তখন বেশি মনে হ'তো না। কিন্তু এখন তারা সবাই একত্রে এক জায়গায় জড়ো হওয়ায় মনে হচ্ছিলো তাদের সকলকে ঠাঁই দেবার মতো যথেষ্ট জায়গা নেই। তা সত্ত্বেও আরো-আরো লোক আসতে লাগলো—এমনকি মাঝখানে বাক্শোর উঁচু পাটাতনে যারা ব'সে ছিলো, তারাও আর দেখতে পাচ্ছিলো না জনতার শেষ সারি কোথায়। সারা মাটি ভ'রে গেছে কালো মানুষে, এমনকি আকাশেও উঁচু হ'য়ে উঠছে। মানুষকে অভিভূত ক'রে দেবার মতো দৃশ্য বটে! এবং তারা, তারপরেও আরো আসতে লাগলো।

শেষে যখন সেই তরুণটি, যার প্রকাশিত খবরের কাগজ পুলিশ পছন্দ করে না, আসন ছেড়ে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ালো বলবার জন্য, তখন সেই বিরাট জনতা একেবারে চুপ ক'রে গেলো। আর শ্রূয়মাণ বাতাসে তার কণ্ঠ যেন বর্শার মতো বিঁধতে লাগলো—এমনকি জনতার শেষ প্রান্তে যারা দাঁড়িয়েছিল, তারাও তার বাক্যবাণে জর্জরিত হ'লো:

'আমি শুনলাম শহরের মেয়র ছ-জন কাউন্সিলরকে নিয়ে আসছেন আমাদের বলবার জন্য আরেকবার কারখানায় ফিরে যেতে এবং মেশিনগুলো জাগাতে। কারণ আমরা দেখেছি, কালো লোকেরা যখন শহর থেকে দূরে থাকে, তখন সূর্যের তলায় বুড়ো মানুষের মতো শহর ঘুমিয়ে থাকে। এর অন্যথা হওয়া কি সম্ভব? শহরটা কি আমাদেরও নয়? আমরাও কি এর শাদা লম্বা বিশাল বাড়িগুলা নিজেদের হাত দিয়ে গেঁথে তুলিনি? মেশিন চালু রাখার আগুন কি আমরাই জ্বালাই না, হেঁশেল কি আমরাই শামলাই না, রাস্তা কি আমরাই ঝাঁট দি' না? ওরা এসে আমাদের বলবে—এই মেয়র আর কাউন্সিলররা, উলঙ্গ শহরের কর্তাব্যক্তিরা, যে তোমরা অবশ্যই এসো। সমস্তটা ভুল বোঝাবুঝির ফলে হয়েছে। যখন জেগে থাকার কথা তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ব'লে, জাগরণের ক্লান্তিতে পা ভারী থাকার

দরুন কারখানায় আর হেঁশেলে দেরিতে হাজিরা দিয়েছিলাম ব'লে, তারা কেউই আমাদের ঘরে ফিরে যেতে বলেনি। তারা বলবে অন্য-কেউ দ্বিতীয় চিরকুটটা ছেপেছে। এবং আমরা বলবো, হয়তো তাই। কে জানে, হয়তো টোকোলোশ নিজেই কিংবা তার আশ-পাশের কেউ। কিন্তু প্রথম চিরকুটটা কারা ছেপেছিল—কারা সাবধানের মার দেখিয়ে আমাদের বাসে ফেরৎ পাঠাতে চেয়েছিল? কারা আমাদের গোড়ায় হাঁটতে বাধ্য করেছিল, যেহেতু বাস-ভাড়ার বাড়তি পেনিটুকু আমাদের ছিলো না?'

'তারা আমাদের বলবে আমাদের খাবার জন্য, আচ্ছাদনের জন্য তাদের টাকা আমাদের দরকার। তারা আমাদের টাকা দেবে যদি আমরা মেশিনগুলোকে জাগিয়ে তুলি, রাস্তায় আর বাগানে ফিরে যাই। কিন্তু আমরা মানে আমি, আপনি—আমি বলবো যে কেন তোমাদের যন্ত্র আমরা জাগাবো? হ্যাঁ, তোমরা তোমাদের টাকা দেবে। কিন্তু তোমরা যে-টাকা দাও তাতে একটা বাচ্চারই কুলোয় না, যে-মরদের আরো বাচ্চা-কাচ্চা আছে অথবা ছেলেপিলেদের মায়েদের সংস্থান হওয়া তা দূরের কথা। রাতে আমরা পরস্পরের কাছে বিলাপ করি পেটের জ্বালায় আর দেহের কাঁপুনিতে। কেন তোমরা বলো যে মেশিনগুলো তোমাদের, যদিও আমরা না-জাগিয়ে রাখলো ঘুমিয়ে পড়ে? আমরা আসবো না যতোক্ষণ না যে-ভাড়া আগে দিতাম, সেই পয়সায় বাসগুলো আমাদের শহরে নিয়ে আসে; আমরা আসবো না যতোক্ষণ না আমরা যেখানে খুশি যেতে এবং থাকতে পারি; আমরা আসবো না যতোক্ষণ না আমরা সব সময়ে চিরকুট বওয়া থেকে অব্যাহতি পাই; আমরা আসবো না যতোক্ষণ না বন্দুক এবং মাঝরাতে পুলিশের হামলা থেকে আমরা রেহাই পাই, আমরা আসবো না যতোক্ষণ না তোমরা পর্যাপ্ত মাইনে দাও, যাতে আমরা মানুষ-মানুষীর মতো বাঁচতে পারি, যাতে কাউকে নগ্ন বা উপোসী থাকতে না-হয়। আমরা আসবো না যতোক্ষণ না যে-হাত দিয়ে আমরা

শহরকে এতো উঁচু ক'রে তুলেছি, সেই শহরে তোমাদের মতো আমাদেরও সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা আসবো না।'

সে চুপ করলো। আর হাততালির আওয়াজে মনে হ'লো লক্ষ লক্ষ পাখি বাতাসে ডানা ঝাপটাচ্ছে। তারপর জনতার কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হ'লো প্রচণ্ড গর্জন, সে-গর্জন পাহাড়ে ধ্বস নামার মতো, 'আমরা আসবো না!' এবার সিট ছেড়ে প্ল্যাটফর্মে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো লম্বা মেয়েটি, যে সেই রাতে পিটারের কাঁধে টোকোলোশকে দেখতে পেয়েছিল। সে চেঁচিয়ে বললো, 'মেয়েদের যদি বাধ্য করা হয় সঙ্গে চিরকুট রাখতে, যদি পুলিশ গলাবাজি ক'রে বলে কোথায় যেতে হবে আর কোথায় চুপ ক'রে থাকতে হবে, আমি বলবো আমরা তা মানবো না। আমি তাদের হ'য়ে, মা-বোনেদের হ'য়ে বলছি, যাদের রাতে ধ'রে নিয়ে যাওয়া হবে, পিছনে প'ড়ে থাকবে বিলাপমুখর ঘর-বাড়ি, আমি তাদের হ'য়ে বলছি, আমরা যাবো না। যে-সব বৌরা একা-একা প'ড়ে থাকবে, যাদের স্বামীদের, যাদের সন্তানদের পিতাদের শ্বেতাঙ্গরা তাদের খামারে কিংবা খনিতে জ্যান্ত গোর দেবে, তাদের সবার হ'য়ে বলছি : আমরা যাবো না।'

হঠাৎ ভিড়টা দু-ভাগ হ'য়ে গেলো এবং ছুরি দিয়ে জল কাটার মতো গুঞ্জনরত জনতা মাঝখানে রাস্তা ক'রে দিলো সাতটা গাড়িতে চেপে-আসা মেয়র এবং কাউন্সিলরদের জন্য। তারা প্ল্যাটফর্মের দিকে এগুচ্ছিলেন। শহরের কর্তারা যখন মঞ্চে উঠছিলেন, জনতা চুপ ক'রে ছিলো—সমস্ত জায়গাটা জুড়ে অপেক্ষমাণ নীরবতা, এমনকি বাতাসও যেন কিছু শোনার জন্য দম বন্ধ ক'রে থমথমে হ'য়ে আছে ; এবং তারপরেই এক সঙ্গে যেন একশোটা বন্দুক গর্জে উঠলো, জনতা আবার ছত্রভঙ্গ হ'লো—এবার গুঞ্জন ক্রমশ গর্জনে পরিণত হ'লো। কেননা সারি-সারি লরি আর সাঁজোয়া গাড়ি পুলিশ ভর্তি ক'রে দ্রুত প্ল্যাটফর্মের দিকে এগিয়ে এলো।

মেয়র প্ল্যাটফর্মে উঠে উঁচু আকাশে হাত তুলে চুপ করতে

বললেন। কিন্তু কালো লোকেদের হৃদয় তখন ভ'রে গেছে ভয়ে, রাগে তারা ফুলছে। কেননা সভায় কী জন্যে এতো পুলিশ, এতো বন্দুক নিয়ে আসবে? তবুও শহরের কর্তারা তাদের যা বলতে চান তা তারা শুনবে, তারা মেয়রের কথা শুনবে এবং তারপর তারা তাদের জবাব দেবে। জনতা আবার চুপ ক'রে গেলো।

'তোমরা এখানে কেন?' মেয়র বললেন, 'কারখানাগুলো কি বন্ধ, দোকানগুলো কি তালাচাবি দেওয়া যে তোমরা শহরের বাইরে রয়েছো? মেশিনগুলো ঘুমিয়ে আছে এবং তোমাদের ফিরে যাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। যে গোলাপি চিরকুটগুলো তোমরা পেয়েছিলে, যাতে তোমাদের কাজ ছেড়ে যেতে বলা হয়েছিল, তা আমরা তোমাদের দি'নি। কোনো দুষ্টু লোক এ-সব মিথ্যে ছেপেছে এই মতলবে যে তোমাদের তাতিয়ে নিজে শক্তিমান হবে। ঐ লোকটাই তোমাদের ঘরে ফেরৎ পাঠিয়েছে। যদি তোমরা শহরে ফিরে যাও, তাহ'লে সব কিছুই আগের মতো হ'য়ে যাবে, বরং আগের চেয়ে একটু ভালো। বাসের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিছু করবার চেষ্টা করবো এবং কিছু করবোও, অবশ্য আমি কোনো কথা দিতে পারছি না। কেননা এ-সব জিনিশ রদ-বদল করা সোজা নয়, অনেক সময়সাপেক্ষ। কিন্তু আমরা যেটুকু পারি করবো। এবং আমরা যতোক্ষণ চেষ্টা করছি, ততোক্ষণ তোমরা চ'লে এসো। কেননা মেশিনে যা তৈরি হয় তা তোমাদেরও দরকার আর মেশিন তোমাদের ছাড়া কিছুই তৈরি করবে না। তোমরা কি আসবে?'

'না,' চেঁচিয়ে বললো লম্বা মেয়েটি, যে সেই রাতে পিটারের কাঁধে টোকোলোশকে দেখতে পেয়েছিল, 'আমরা আসবো না। তোমরা বলছো সব কিছু আগের মতোই থাকবে। কিন্তু তোমরা তো কখনোই বলছো না যে কোনো কিছুই আগের মতো থাকবে না? কেন আমরা আসবো? তোমরা আমাদের দিয়ে তোমাদের জন্য মেশিনগুলোকে জাগাবে আর আমরা প্রতি রাতে শহরতলিতে ফিরে গিয়ে ভুখায় আর

শীতে কাঁপবো।'

'না,' চিৎকার ক'রে বললো সেই তরুণটি, যার প্রকাশিত খবরের কাগজ পুলিশ পছন্দ করে না, 'আমরা আসবো না।' সে মেয়রের কাছে এগিয়ে গেলো, 'যতোক্ষণ না যে ভাড়া আগে দিতাম সেই পয়সায় বাসগুলো আমাদের নিয়ে আসে, যতোক্ষণ না আমরা যেখানে খুশি যেতে এবং থাকতে পারি, যতোক্ষণ না আমরা সব সময়ে চিরকুট বওয়া থেকে অব্যাহতি পাই, যতোক্ষণনা বন্দুক এবং মাঝরাতে পুলিশের লরির হামলা থেকে আমরা রেহাই পাই, যতোক্ষণনা তোমরা পর্যাপ্ত মাইনে দাও, যাতে আমরা মানুষ-মানুষীর মতো বাঁচতে পারি, যাতে কাউকে নগ্ন বা উপোসি থাকতে না হয়, আমরা আসবো না। আমরা আসবো না যতোক্ষণ না যে-হাত দিয়ে আমরা শহরকে এতো উঁচু ক'রে তুলেছি, সেই শহরে তোমাদের মতো আমাদেরও সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, আমরা আসবো না।' সমুদ্র আক্রোশে যেমন পাহাড়কে মুষ্ট্যাঘাত করে, তেমনি তার চারদিকে ঘিরে থাকা হাজার-হাজার অসংখ্য জনতা গর্জন করতে লাগলো, 'আমরা আসবো না! আমরা আসবো না।'

মেয়র ঘাবড়ে গিয়ে প্ল্যাটফর্মের নিচে চারপাশে ঘিরে-থাকা লরি এবং সাঁজোয়া গাড়ির পুলিশবাহিনীর দিকে তাকালেন। অনেক বন্দুক আছে সত্যি, কিন্তু কালো মানুষের সংখ্যা তাদের চেয়ে অনেক গুণ বেশি অরে তা:দর চোখ দিয়ে ক্রোধ যেন ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে। যদ্দুর দৃষ্টি যায় তদ্দুর জুড়ে নিজের আশপাশে এই ক্রোধভরা দৃষ্টি দেখে কে না ভয় পাবে? আবার মেয়র হাত উঁচু করলেন চুপ করাবার জন্য: 'তোমাদের যে চিরকুট ব'য়ে বেড়াতে হয়, সে-বিষয়ে আমার কিছু বলবার নেই। তোমরা যা চাও তা আমি কালা আদমি উন্নয়ন মন্ত্রী, কৃষ্ণাঙ্গ অধিগ্রহণ মন্ত্রী এবং স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকে জানাবো। এর চেয়ে বেশি আমি কিছু করতে পারি না। আমি আর আমার কাউন্সিলাররা তোমাদের বন্ধু—তোমাদের যে চিরকুট ব'য়ে বেড়াতে হয় তাতে

আমাদেরও ঝামেলা। কিন্তু আমরা তো তোমাদের বাধ্য করিনি ওগুলো সঙ্গে রাখতে, ওগুলো আমাদের কিছু নয়। আমরা প্রধানমন্ত্রীকে তোমাদের ঝামেলার কথা বলবো এবং অনুনয়-বিনয় কাকুতি-মিনতি করবো শোনবার জন্য। আমরা নিজে থেকে যা পারি তা করবো। আমরা নিজেদের ট্যাঁক থেকে, কারখানা এবং দোকানের মালিকদের গাঁট থেকে বাসের বাড়তি পয়সা দিয়ে দেবো। আর তোমরা মহাপদযাত্রা শুরু হবার আগে যে-ভাড়া দিতে, সেই ভাড়াই দেবে। তোমরা যখন আবার শহরে আসবে, তখন আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সা বিষয়ে আলোচনা করবো—তোমাদের সাহায্যের জন্য দেখি কী করতে পারি। আমি তোমাদের বলছি না এখনই মনস্থির করতে। এখন বরং তোমরা বাড়ি ফিরে যাও, তারপর আমি যা বললাম সে-বিষয়ে ভেবে দেখো। কেননা বাড়িতে নিরিবিলি ব'সে বুঝতে পারবে কোন্‌টা করা তোমাদের পক্ষে সবচেয়ে ভালো।' তিনি তাড়াতাড়ি প্ল্যাটফর্ম থেকে নেবে তাঁর গাড়িতে লাফিয়ে উঠলেন আর ছ-জন কাউন্সিলররা আলাদা-আলাদা গাড়িতে সবচেয়ে আগে যিনি যতো জোরে সম্ভব গাড়ি চালিয়ে শহরের দিকে হাওয়া হ'য়ে গেলেন।

কিন্তু পুলিশ থেকে গেলো। সেই মেয়েটি যে সেই রাতে পিটারের কাঁধে টোকোলোশকে দেখতে পেয়েছিল, কিছু বলার জন্য উঠে দাঁড়াতেই, পুলিশের বড়ো কর্তা প্ল্যাটফর্মে উঠে বললেন, 'তোমাকে গ্রেপ্তার করা হ'লো।' তারপর সেই তরুণটির দিকে চেয়ে, যার প্রকাশিত খবরের কাগজ পুলিশ পছন্দ করে না, তিনি বললেন, 'তোমাকেও গ্রেপ্তার করা হ'লো।' জনতা আর্তনাদ ক'রে উঠলো, মনে হ'লো যেন তাদের সঙ্গে কণ্ঠ মেলালো ধরণী। তারপর সব স্তব্ধ। কেননা কালো লোকেরা কী করবে? লরি, সাঁজোয়া গাড়ির পুলিশের কাঁধে বন্দুক—যেদিকেই তারা ঘুরছে, জনসাধারণ দেখতে পাচ্ছে কালো ধাতব মুখ হাঁ ক'রে আছে তাদের গিলে ফেলবার জন্য।

তারপর কুঁৎকুতে চোখে পুলিশের বড়ো কর্তা জনতার দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমারা সবাই এখ্খুনি বাড়ি ফিরে যাবে, আর কাল আবার বাসে চাপবে কাজে আসবার জন্য। কারণ যারা ঝামেলা পাকায় তাদের কী করতে হয় আমরা দেখিয়ে দিয়েছি। এই ছেলেটি আর মেয়েটি খুব বড়ো-বড়ো বোলচাল দিয়ে নিজেদের হামবড়া ভাবছিল, কিন্তু দেখলে তো আমরা আসবার পর ওরা কীরকম ছোটো এবং দুর্বল হ'য়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে তোমরা আবার শহরে ফিরে যাবে মেশিনগুলো জাগাবার জন্য। আমরা, যারা তাঁর ভৃত্য, দেখতে এসেছি সেই নির্দেশ যেন পালিত হয়। আমরা যা বলি তা তোমাদের করতেই হবে। নয়তো তোমাদের একগুঁয়েমির খেশারৎ দিতে হবে রাত্রে মেয়েদের বিলাপে। আমরা এই বদমায়েশ পুরুষ আর এই বদমায়েশ মেয়েটিকে নিয়ে যাচ্ছি যাতে এরা আর কোনো ক্ষতি করতে না পারে। এবং সব কিছুই আগের মতো থাকবে, বরং এরা চ'লে যাওয়ায় আগের চেয়ে ভালো হবে।' জনতা ন'ড়ে-চ'ড়ে উঠলো, অপেক্ষা করতে লাগলো। কেউ কোনো কথা বললো না। তারপর পুলিশের বড়ো কর্তা যেই মেয়েটির গায়ে হাত দিলো, মেয়েটি আর্তনাদ ক'রে উঠলো, 'টোকোলোশ বাঁচাও! আমাদের নিয়ে যেতে দিও না।'

তারপর যা তাজ্জব ব্যাপার ঘটলো তা নিয়ে শহরতলির কালা আদমিরা এখনও ফিশফিশ করে, গান গায়। প্ল্যাটফর্মের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো পিটার আর টোকোলোশ এক লাফে তার কাঁধ থেকে মাটিতে পড়লো, তারপর আরেক লাফে পুলিশের বড়ো কর্তার টুপিতে। এতক্ষণ সারা সভায় সে চুপ ক'রে শুনছিল। 'টোকোলোশ।' জনতার মধ্যে একটি অল্প-বয়েসি মেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, 'আমি দেখতে পেয়েছি!'

তার কাছেই আরেকটি তরুণ চেঁচালো, 'আঈ! আমিও দেখতে পাচ্ছি! টোকোলোশ!'

'কোথায় ?' একটি বুড়ি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললো। খুটিয়ে চারদিকে চেয়ে জানালো, 'আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

'ঐ তো! ওখানে!' প্রথমে একজন, তারপর আরেকজন—এ-রকম ক'রে জনতার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত রব উঠলো, 'আমি দেখতে পাচ্ছি! গ্যাখো, পুলিশম্যানের টুপির ওপর নাচছে! ঐ যে পুলিশ-ম্যানের টুপির ওপর!'

'কী আবোল-তাবোল বকছো!' পুলিশের মেজো কর্তা হাঁক দিলেন। প্ল্যাটফর্মে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে আসতে তাঁর মুখ লাল হ'য়ে গিয়েছিল, 'পুলিশের বড়ো কর্তার টুপিতে কোনো কিছু নেই। তোমাদের সব মাথা খারাপ।'

'ঐ গ্যাখো!' সাধারণ লোকের তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচালো, 'টোকো-লোশ!' আর হাজার-হাজার অসংখ্য কণ্ঠ গর্জে উঠলো : 'টোকোলোশ! গ্যাখো, ঐ যে টোকোলোশ!'

তারপর যা ঘটলো তা এতো তাড়াতাড়ি ঘ'টে গেলো যে শেষকালে একজন শুধু দাঁড়িয়ে এইটুকুই বলতে পারে, 'আসলে যা ঘটেছিল তা হ'লো এই। আমি নিজে সেখানে ছিলাম এবং আমি নিজে যা দেখেছি তা এই।' হঠাৎ টোকোলোশ পুলিশের বড়ো কর্তার বাঁ কাঁধে লাফিয়ে পড়লো—তারপর পা দিয়ে এক হাই কীক মেরে টুপিটাকে বাতাসে উড়িয়ে দিলো। পুলিশের বন্দুকগুলো জনতার দিকে তাক করতেই কালো মানুষগুলো বাক্‌শো দিয়ে তৈরি প্ল্যাটফর্মের ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে চেঁচাতে লাগলো, 'টোকোলোশ! টোকোলোশ!' সেই তরুণটি, যার প্রকাশিত খবরের কাগজ পুলিশ পছন্দ করে না, আর সেই তরুণীটি যে চিৎকার ক'রে টোকোলোশের কাছে সাহায্য চেয়েছিল, এই ফাঁকে নিমেষের মধ্যে জনতায় ভিড়ে গেলো। ঘূর্ণমান জনস্রোতে তারা হারিয়ে গেলো।

পুলিশের বড়ো কর্তা চেঁচালেন, 'ফের লরিতে চাপো।' 'লরিতে ওঠো।' পুলিশবাহিনী, এতোক্ষণ যারা উজ্জ্বল দৃষ্টিতে প্ল্যাটফর্মের চার-

পাশ ঘিরে ছিলো, সঙিনের খোঁচা দিয়ে জায়গা ফাঁকা ক'রে তারা লরি আর সাঁজোয়া গাড়িতে যাবার পথ করতে লাগলো। তারপর, যে-রকম হঠাৎ সব কিছু শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎই সব শেষ হ'য়ে গেলো। সাঁজোয়া গাড়ি আর লরিগুলো সার বেঁধে শহরের দিকে ছুটে চললো। এবং সেই বিশাল জনতা হঠাৎই ঝাঁকুনি খেয়ে যেন থেমে গেলো, যখন টোকোলোশ আবার পিটারের পকেটে মিলিয়ে গেলো। মধ্যিখানে বিরাট এক ফাঁকা জায়গা তৈরি হ'লো, অনেকটা মুখের মতো—হঠাৎ হাই তুলতে গিয়ে যেন মাঝখান পর্যন্ত হাঁ ক'রে ফেলেছে। তারপর জনতা তাকালো মাটিতে—অনেক মেয়ে আর পুরুষ প'ড়ে আছে, কারো বা হাড়গোড় মচকে গেছে, কেউ বা কাৎরাচ্ছে, আর অনেকে একেবারে স্থির। বিরাট এক বন্য বিলাপ জেগে উঠলো, কারণ ব্যথাটা রয়েছে সাধারণের হৃদয়ে। তারপর কিছুক্ষণের জন্য ব্যথা ভুলতে শুরু হ'লো হাজার-হাজার কণ্ঠের গান, কালো মেয়ে-পুরুষের স্রোত মৃত এবং আহতদের কোলে নিয়ে আবার ফিরে গেলো তাদের ঘরে। আর সেই জায়গাটা যেখানে কতো কিছু আকস্মিক-ভাবে ঘটলো, সেটা একদম ফাঁকা হ'য়ে গেলো। শুধু এখানে-ওখানে প্ল্যাটফর্মের বাক্‌শো ছড়ানো, ভাঙা-দোমড়ানো—যেন নৌকাডুবির পর সমুদ্র থেকে ভেসে উঠেছে। সভা শেষ হ'য়ে গেলো।

অবরোধ

সে-রাতে শহরের শ্বেতাঙ্গদের চোখে অল্পই ঘুম ছিলো। সন্ধে বেলার খবরের কাগজগুলির প্রথম পৃষ্ঠায় ছবিসহ সভার বিবরণ ছাপা হ'লো। আর স্ত্রী-পুরুষেরা বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে পরস্পরের বাড়িতে গেলো কী করণীয় এবং রাতে একা থাকা উচিত নয়, এ-সব আলোচনা করতে। ভয়ে শুকিয়ে যাওয়া কলজে নিয়ে পুরুষেরা নিজেদের মধ্যে ফিশফিশ গুজগুজ করতে লাগলো। অনেকের তো সকাল পর্যন্ত চোখের পাতা

বুজলো না। কেউ চেঁচিয়ে পুলিশের মুণ্ডুপাত করলো, সভা থেকে ও-রকম পিঠটান দেওয়া পুলিশের দোষ হয়েছে বললো। কিন্তু হঠাৎ যখন তাদের মধ্যে নীরবতা নেমে আসতো, তখন তারা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করতো যে পুলিশের কোনো অপরাধ নেই। কেননা প্রথমে যদি পাঁচ জনের ওপর গুলি চালালো হয়, তারপর পঞ্চাশ জনের ওপর এবং তার পরেও যদি তারা তোমাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে বিস্ফারিত চোখে, তাহ'লে আরো গুলি চালিয়ে, আরো পাঁচ হাজার কিংবা এমনকি আরো পাঁচশো হাজার লোককে মেরে কী সুরাহা হবে? আর মরা লোকেরা কী ক'রে সকালে দুধের বোতল আনবে আর রাতের বেলায় খিড়কির দোর দিয়ে আস্তাকুঁড় সাফ করবে? গোড়াতে গুলি করা খুব সোজা। কিন্তু তারপর খুব সহজ নয়। আর মেশিনগুলো ঘুমিয়ে থাকবে, বাগানগুলো জঙ্গল হ'য়ে যাবে। এমনকি শাদাদের মধ্যেও কিছু-কিছু লোক জোর গলায় বলতে লাগলো, পুরো দোষটা তাদেরই—তারা এমন ক'রে কালা আদমিদের পিঠে বোঝার ওপর বোঝা চাপিয়েছে যে এখন আর বোঝার চাপে তাদের শরীর বইছে না। যারা এ-কথা বললো তারা অবশ্য কিছুই বললো না। কেননা সামনে যখন নিদারুণ ভয়, তখন পিছনে তাকিয়ে লাভটা কী? অবশ্য মুষ্টিমেয় কয়েকজন বললো, কালা আদমিরা ন্যায্য দাবিই করেছে। পুলিশের সভায় যাওয়া উচিত হয়নি আর মেয়রের মুক্ত হস্তে সভায় যাওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু এসব লোকেরা কিছু না ভেবেচিন্তেই কথাগুলো বললো। কেননা এই কালা আদমিদের যদি তুমি একটা আঙুল দাও তো ওরা পুরো হাতটাই চেয়ে বসবে। আর পুরো হাতটা দিলে, তারা চাইবে বাগান-ঘেরা বাড়ি, এমনকি তোমাদেরই পাড়ায়। তারা তোমাদের সঙ্গে একই হলে সিনেমা দেখবে, একই সঙ্গে তোমাদের বাসে চাপবে—শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা অ্যাদ্দ র গড়াবে যে কোনো কালা আদমি মেয়র এমনকি প্রধানমন্ত্রী হ'য়ে বসবে। দেশটা আর শ্বেতাঙ্গদের অথবা তাদের সন্তান-সন্ততিদের

থাকবে না

সে-রাতে প্রধানমন্ত্রীর ঘরে কোনো আলো জ্বললো না। সেদিন সন্ধেবেলায় প্রধানমন্ত্রী কালা আদমি উন্নয়ন মন্ত্রী, কৃষ্ণাঙ্গ অধিগ্রহণ মন্ত্রী, বিচারমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মেরামত বিভাগের মন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রী-দের নিয়ে একটা উড়ো জাহাজে চাপলেন, যেটা তাঁদের নিয়ে গেলো ঘুমন্ত কারখানার শহরে। তাঁরা যখন পৌঁছোলেন, কেউই সাংবাদিক-দের কাছে মুখ খুলতে রাজি হলেন না, যদিও কথা বলার জন্য পররাষ্ট্র মেরামত বিভাগের মন্ত্রীর জিভ চুলবুল করছিল আর নানা প্রবাদ-প্রবচন কালা আদমি উন্নয়নের মন্ত্রীর মাথায় এমন বিজবিজ করছিল যে তাঁর মনে হচ্ছিলো সেগুলো হয়তো কান ফেটে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হুকুম দিয়েছিলেন খবরের কাগজগুলোকে কোনো কথা না বলতে আর খবরের কাগজের গোড়ার পৃষ্ঠায় নাম দেখার লোভ মন্ত্রীদের যতো বড়োই হোক না কেন, প্রধানমন্ত্রী-ভীতি সেই লোভের চেয়ে অনেক বড়ো। বহু কষ্টে তাঁরা শান্ত হ'য়ে রইলেন। প্রধানমন্ত্রীর এক কথায় তাঁরা যাঁর-যাঁর গাড়িতে চাপলেন এবং একের পেছনে আরেকজন সার বেঁধে সিটি হলের কাউন্সিল চেম্বারে হাজির হলেন। সেখানে তাঁরা দেখতে পেলেন বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে মেয়র এবং কাউন্সিলররা নীরবে অপেক্ষা করছেন। বিরাট টেবিলের চারদিকে প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীরা আসন গ্রহণ করলেন। তারপর দরজা বন্ধ হ'লো, চাবি দেওয়া হ'লো এবং জানলাগুলোতে পুরু লাল পর্দা টেনে দেওয়া হ'লো।

মেয়র বললেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি যে শেষ পর্যন্ত আমাদের সাহায্য করতে এসেছেন, সেজন্য আমরা খুশি। কেননা এর পর কী করণীয় আমরা জানি না। রাস্তাগুলো পরিষ্কার করা হচ্ছে না, বাড়িগুলোর খিড়কির দোরে আস্তাকুঁড়গুলো উপচে পড়ছে। সকালবেলায় দুধের বোতল, রুটি আর মাংস আসে না। কারখানাগুলো সব গভীর ঘুমে মগ্ন। এ-রকমভাবে আমরা ক-দিন

চলতে পারি? সবচেয়ে শোচনীয় ব্যাপার হ'লো যে এই ব্যাপক ভয় ছড়িয়ে পড়েছে যে কালা আদমিরা আর ফিরে আসবে না। তাহ'লে শহরের কী হবে? তাহ'লে আমাদেরই বা কী হবে? আপনি সব সময়ে বলতেন যে শহরে কালা আদমিদের সংখ্যা বড্ডো বেশি, তাই তাদের চিরকুট ব'য়ে বেড়াতে বাধ্য করেছেন, যদিও তার ফলে আমাদের প্রতি তারা তিক্ত হ'য়ে উঠেছে। এখন তো একদম কালা আদমি নেই, আর আমাদের শহরটা পরিণত হয়েছে গোরস্থানে।'

প্রধানমন্ত্রী কঠিন চোখে মেয়রের দিকে তাকলেন, ফলে তিনি পাঁশুটে হ'য়ে গেলেন। 'আমি কখনোই বলিনি যে শহরে বড্ডো বেশি কালা আদমি কাজ করছে। আমি বলেছিলাম যে শহরে প্রচুর কালা আদমি আছে যারা কোন কাজ করে না—বুড়োরা এতো বুড়ো যে তারা অপদার্থ, আর বাচ্চারা এতো কচি যে তাদের উপযুক্ত কোনো কাজ নেই, আর মেয়েগুলো স্বামীরা ঘরে না-আসা পর্যন্ত গালগল্প ক'রে কাটায়। আমরা এদের বিদেয় করতে চেয়েছিলাম এবং সেটা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার।'

'হ্যাঁ,' কানো ধাতবযন্ত্রে সঙ্গীতের মতো কাঁপা-কাঁপা গলায় জনৈক বুড়ো কুঁজো কাউন্সিলর বললেন, 'আপনারা একটার পর একটা যন্ত্রণার বোঝা চাপিয়েছেন, স্বামীদের কাছে থেকে বৌদের কেড়ে নিয়েছেন, বাবাদের কাছে থেকে বাচ্চাদের। এখন সে-বোঝা এতো বেড়ে গেছে যে তা এখন কালা আদমিদের সহ্যের বাইরে।'

'ঠিক,' চেঁচিয়ে উঠলেন একজন মহিলা কাউন্সিলর, ভয়ে তাঁর গলা চড়া, 'এখন তো বুড়ো লোকেরা কেন মেয়েরা, বাচ্চারা এমনকি সোমথ পুরুষেরাও কাজ করছে না। ব্যাপারটা যে কতো ভালো তা এখন আমরা সবাই টের পাচ্ছি।'

'এ-রকমভাবে আপনারা আর কতোদিন চালিয়ে নিতে পারবেন?' প্রধানমন্ত্রী হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে দিয়ে জিগগেশ করলেন।

কৃষ্ণাঙ্গ অধিগ্রহণ মন্ত্রী বললেন, 'কালা আদমিদের প্রবাদে বলে

যে, "আগুন ঘাড়ের ওপর না-এসে পড়া পর্যন্ত আগুন দেখে পালাবে না, কেননা, হঠাৎ যদি হাওয়ার গতি বদলায়"।

কালা আদমি উন্নয়নের মন্ত্রী এই প্রবচনটাই আওড়াবার কথা ভাবছিলেন, ফলে তিনি অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালেন। অগত্যা তিনি প্রধানমন্ত্রীর কথাটারই প্রতিধ্বনি করলেন, 'এ-রকমভাবে আপনারা আর কতোদিন চালিয়ে নিতে পারবেন?'

'হয়তো দিন চারেক,' বেজার হ'য়ে মেয়র জবাব দিলেন, 'হয়তো তার চেয়ে বেশি, কিংবা হয়তো তার চেয়ে কম। আমি জানি না। আসলে এখন কী ঘটবে, অথবা মাঝরাতে অতর্কিতে, নিঃশব্দে কী ঘ'টে যাবে, সেই ভয়টাই সাজ্ঘাতিক। আমাদের ছেলে-ছোকরারা খেপে গেছে। তারা দিনদুপুরে দোকানপাট ভাঙছে, তাদের থামাবার জন্য রাস্তায় কোনো পুলিশ নেই।'

বোতামের গর্তে গোঁজা ফুলটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে-করতে বিচারমন্ত্রী বললেন, 'শহরতলি আর শহরের মাঝখানের রাস্তা তারা আটকাচ্ছে। তারা নিশ্চয়ই আরো শহর, আরো রাস্তা লক্ষ করছে! হয়তো আরেকটা মহাপদযাত্রা শুরু হবে।' তিনি ছোটো ক'রে একটু কাষ্ঠ হাসি হাসলেন, তারপর চুপ ক'রে গেলেন।

'আমার তা মনে হয় না,' মেয়র বললেন, 'কিন্তু ভয়টা থেকেই যায়।' পররাষ্ট্র মেরামত মন্ত্রী বিরাট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ওরা আসবে না।'

'ওরা আসবে না আমরা জানি', কাৎরে উঠলেন সেই বেঁটে, টেকো চকচকেমুখো কাউন্সিলর, যিনি জ্যামের টিনের কারখানার মালিক, 'কিন্তু মেশিনগুলো যে ঘুমিয়ে আছে! কালা আদমিরা যদি চ'লে যায় তো ওগুলোকে কে জাগাবে? আমরা কী করবো?'

'আমরা কিছুই করবো না', ঠোঁটে পাৎলা হাসি ফুটিয়ে প্রধানমন্ত্রী শান্তভাবে জবাব দিলেন, 'শাদা আদমিদের যেমন তাদেরকে দরকার

তেমনি তাদেরও শাদা আদমিদের দরকার। আমরা হাত মুঠো ক'রে অপেক্ষা করবো। কালা আদমিদেরও তো খেতে হবে। পেট খালি থাকলে তদের বাচ্চাকাচ্চারা কি রাতের বেলায় চেঁচাবে না? আমরা অপেক্ষা ক'রে দেখবো।'

'ঠিক।' কালা আদমি উন্নয়ন মন্ত্রী বললেন, 'কালা আদমিরা বলে, "সবুরে মেওয়া ফলে।" তাদের পরামর্শ মতোই চলা যাক্।'

'আমরা অপেক্ষা ক'রে দেখবো,' কৃষ্ণাঙ্গ অধিগ্রহণ মন্ত্রী বললেন, 'ইতিমধ্যে আমি একটা ইস্তাহার লিখবো, এরোপ্লেনগুলোকে বলবো সেগুলো ওপর থেকে শহরতলিতে ফেলে দিতে। আমরা বুঝিয়ে বলবো যে তাদের ভালোর জন্যই ফিরে যাওয়া উচিত।'

পররাষ্ট্র মেরামত মন্ত্রী উত্তেজিতভাবে বললেন, 'আমরা অন্য দেশ-গুলোকে বলবো যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী কতো ভালো। তিনি শহর-তলিতে পুলিশ পাঠাননি, বরং ফেরা বিষয়ে কালা আদমিদেরই মনস্থির করতে বলেছেন।'

'আর ততোক্ষণ?' মেয়র জিগগেশ করলেন, 'আমরা শহরের জন্য কী করবো?'

'কিছুই না,' টেবিলের চারদিকে ঠাণ্ডাভাবে তাকিয়ে প্রধানমন্ত্রী জবাব দিলেন, 'কেবল আপনার কিছু-কিছু কাউন্সিলরদের বেশি বকতে এবং তাঁরা যে কতোটা ভয় ভেয়েছেন সেটা জানান দিতে মানা করবেন। আমরা শহরে পুলিশ ফেরৎ পাঠাবো, অন্যান্য জায়গা থেকেও সরিয়ে আনবো, যাতে রাস্তাগুলো শান্ত থাকে। আমরা ঠোঁট কামড়ে ব'সে থাকবো, তাদের যদি রক্ত ঝরতে থাকে তবুও কিন্তু কালা আদমিরা যা চাইছে তা আমরা কিছুতেই দেবো না। দেখা যাক কে আগে আত্মসমর্পণ করে, শহর না শহরতলি।'

আর কালা আদমি উন্নয়ন মন্ত্রী প্রস্তাব করলেন বিদায় নেয়ার আগে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হোক। যদিও এ-ব্যাপারে কিছুটা তর্ক-বিতর্ক হ'লো কেননা কিছু-কিছু কাউন্সিলর চাইছিলেন 'ঈশ্বর রানীকে

রক্ষা করুন' গাইতে। শেষ পর্যন্ত ওটাই সাব্যস্ত হ'লো এবং ওটাই কার্যে পরিণত করা হ'লো।

যারা খুব বুড়ো হ'য়ে গেছে, এমন কি তাদের স্মরণকালেও শহরতলিতে এই প্রথম দেখা গেলো যে কালা আদমিদের হৃদয় শান্ত এবং যন্ত্রণামুক্ত। কালা আদমিরা কুঁজো না-হ'য়ে হাঁটছে, হাঁটবার সময় চোখের দৃষ্টি সোজা সামনে। কেননা তারা শুনেছে তাদেরকে ভয় পাবার কথা, তাদেরকে যে শহরের একান্ত ক'রে চাই, সে-কথা —তারা জানে মেশিনগুলোকে জাগানো যাবে শুধু তাদেরই হাত দিয়ে। এবং তারা বাহুতে অনেক বেশি বল পেলো। কালা আদমিরা যে-সব জায়গায় থাকতো, সবগুলিতেই গভীর নিস্তব্ধতা। কেননা এই তো নিস্তব্ধতার সময়—জিভে-জিভে ঠোকাঠুকি, পা দাপাদাপির সময় এ নয়। এখন অকথিত জানার মুহূর্ত, যখন দুর্বল লোকের হঠাৎ জেনে ফেলে যে তারা শক্তিমান। এর অন্যথা কী ক'রে হবে? যখন লোকেদের আত্মবিশ্বাস থাকে, যার ফলে টোকোলোশ এই জানার আনন্দে তাদের হ'য়ে লড়াই করে, তখন হাত বাড়ালেই একটার পর একটা খ'শে পড়া তারা ধ'রে রাখা যায়। যতোক্ষণ হৃদয়ের দ্বিধা-দ্বন্দ্বে হাতগুলো কেঁপে না-যায়, ততোক্ষণ তারাগুলোকে ছোঁয়া যায়, ধ'রে রাখা যায় আর শেষ পর্যন্ত সবাই খুশি হয়।

অতএব হৃদয়ে অপার শান্তি নিয়ে শহরতলির কালা আদমিরা তাদের কাজ ক'রে যেতে লাগলো, আসন্ন ঘটনার জন্য নিজেদের তৈরি করতে লাগলো, যারা বিছানার তলায় কাপড়-চোপড় রেখে দিয়েছিল, তারা যাদের পরবার কিছু নেই সেগুলো তাদের বিলিয়ে দিলো, যাতে কাউকে লজ্জা-শরমে না-থাকতে হয়। যাদের খাবার ছিলো, তারা দিয়ে দিলো, যাদের খাবার নেই তাদের, যাতে সবাই একসঙ্গে খেতে পারে এবং তারপর একসঙ্গে উপোশ করতে পারে। আর সন্ধেবেলায় সূর্য অস্ত গেলে যতো লোক পারে এসে জড়ো হ'লো পিটারের কুঁড়ের সামনে টোকোলোশকে দেখবার জন্য। তখনও এমন অনেকে ছিলো

যারা এসেছে অথচ টোকোলোশকে দেখতে পায়নি। তারা শুধু পিটারকেই দেখতে পেলো যে বাঁ কাঁধের ওপর বাতাসে গণ্ডদেশ ঘষছে। কিন্তু এ-রকম লোকের সংখ্যা খুবই কম এবং তাদের অধিকাংশই বুড়ো। বাকি সবাই, শহরতলির বাবারা, মায়েরা, বাচ্চারা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে টোকোলোশের সঙ্গে হাসতো, তারপর ভেতরে হৃৎপিণ্ডের লাফানি নিয়ে ঘরে ফিরে যেতো। এদের মধ্যে সবসময়ে থাকতো সেই তরুণটি যার প্রকাশিত খবরের কাগজ পুলিশ পছন্দ করে না আর সেই তরুণীটি যে সভার দিনে টোকোলোশের কাছে সাহায্য চেয়েছিল। অন্যেরা চ'লে যাবার পরেও তারা অনেকক্ষণ থাকতো, গম্ভীর গলায় ভাবী ঘটনা বিষয়ে টোকোলোশের সঙ্গে কথা বলতো। আর টোকোলোশ যদিও তাদের সঙ্গে গম্ভীর বিষয়ে আলোচনা করতো, তাহ'লেও সব সময়ে তার হাসি লেগেই থাকতো। কেননা যার হৃদয় সব সময়ে খুশিতে ভরা, হাসি তার গুরুতর কাজে ব্যাঘাত ঘটায় না, যেমন গুরুতর কাজ মোটেই ব্যাঘাত ঘটায় না তার হাসির।

শাদা আদমিদের শহরে অবশ্য কোনো শান্তিও ছিলো না, হাসিও ছিলো না, কেননা ভয় দিন-দিন বেড়েই চলেছিল। শহরের চারপাশের খেত-খামারে কালো মানুষগুলো আর চাষবাসের কাজ করছিল না এবং পুলিশ যখন বন্দুক নিয়ে এলো তাদের জবরদস্তি কাজ করাতে, তারা তখন আবার মেশিনগুলোর কাছে ফিরে গেলো – তারপর মেশিনগুলোকে ভেঙে, গোরুর পালকে খেদিয়ে নিজেদের শহরতলিতে পালালো। অতএব লরি ক'রে আর কোনো খাবার শহরে আসছিল না, খাবারের দোকানগুলো ফাঁকা। যে-সব শাদা আদমিদের কাছে বাড়তি খাবার মজুত ছিলো, তারা সেগুলো ভাঁড়ারে তালা-চাবি দিয়ে পড়শিদের বললো তাদের কোনো খাবার নেই। নয়তো সবার সঙ্গে ভাগ ক'রে খেতে হ'লে যে সব ফুরিয়ে যাবে। সোনার খনিতে কালা আদমিরা পাহাড় থেকে সোনা কাটছিল না এবং পুলিশ যখন সোনা তোলবার জন্য জবরদস্তি করতে এলো, তারা সোজা টান-টান হ'য়ে

মাটিতে শুয়ে রইলো—একদম নড়লো-চড়লো না। পুলিশ জনা কয়েককে গুলি করলো, কিন্তু অন্যদের যখন গুলির ভয় আর নেই, গুলির সামনে যখন তারা শান্ত হ'য়ে থাকে, তখন গুলি চালিয়ে লাভ কী ? অতএব মাটি থেকে আর সোনা তোলা হ'লো না, আর দেশও অন্য রাজ্য থেকে খাদ্য কিনতে পারলো না, কেননা দাম দেবার মতো সোনা আর নেই। প্রতিদিন শহরে ভয় বাড়তে লাগলো—কেউ জানে না কীভাবে এর শেষ হবে।

আবার প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা একই টেবিলে মেয়র এবং কাউন্সিলরদের সঙ্গে বসলেন। 'এখন কী করণীয় ?' মেয়র জিগগেশ করলেন, 'আমার খুব ভয় করছে।'

'ওরা বলছে যে সূর্য অস্ত যাবার পর প্রতি রাতে শহরতলিতে হাসি শুরু হয়,' জনৈকা মহিলা কাউন্সিলর বললেন। তারপর হঠাৎ তিনি কেঁদে ফেললেন। 'হয়তো এ কথা সত্যি। হয়তো সত্যিই টোকোলোশ আছে। সে-ই আমাদের এইসব সাংঘাতিক খেল্ দেখাচ্ছে।'

'টোকোলোশ ব'লে কিছু নেই,' পররাষ্ট্র মেরামত মন্ত্রী বললেন, 'আমি নিশ্চিত যে ও-সব কিছু নেই। থাকলে আমি দেখতাম।'

'আমি ঠিক জানি না,' প্রধানমন্ত্রী নরমভাবে আধ-বোজা চোখে বললেন, 'কে বলতে পারে ? হয়তো এক-আধটা থাকলেও থাকতে পারে। এই কালা আদমিগুলো অদ্ভুত। টোকোলোশ অনেক কিছু পরিষ্কার ক'রে দেয়।'

'ঠিক,' কালা আদমি উন্নয়ন মন্ত্রী বললেন, 'হয়তো সত্যিই কোনো টোকোলোশ আছে। তাকে নিয়ে অনেক প্রবচন আছে। কিন্তু কালা আদমিরা বলে যে শাদা চামড়ার লোকেরা যখন এদেশে এলো, তখন টোকোলোশ সাগর পেরিয়ে চ'লে যায়…' আক্ষেপে তাঁর গলার স্বর ধ'রে এলো।

'হয়তো সেই কারণেই কালা আদমিরা আমার ইস্তাহারকে আমল

দেয়নি। হয়তো টোকোলোশ আমাদের কথাগুলোর প্রতি তাদের দৃষ্টি অন্ধ ক'রে দিয়েছে, যাতে শুধু তাকেই অনুসরণ করা হয়।' কৃষ্ণাঙ্গ অধিগ্রহণ মন্ত্রী বললেন।

'আমি ভাবছি,' দাড়ি ছিঁড়তে-ছিঁড়তে বিচারমন্ত্রী বিড়বিড় করলেন, 'আমি ভাবছি ওকে যদি কেউ গুলি করতে পারতো।'

'তাহ'লে সব কিছুর মীমাংসা হ'য়ে যেতো,' বললেন নদী এবং বাঁধের মন্ত্রী, তিনি কিছুক্ষণের জন্য জেগে উঠেছিলেন, 'তবে আমার মনে হয় না যে কেউ তা পারবে।' ব'লেই তিনি চোখ বুজলেন, তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়লেন।

'ওরা বলছিল,' মেয়র বললেন, 'পুলিশ নাকি দোকান থেকে চুরি করতে শুরু করেছে—ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে মিশে তারা খেপে গিয়ে ঘরদোর, দোকানপাটের ওপর হামলা চালাচ্ছে,'

'এটা একদম ঠিক নয়,' বিচারমন্ত্রী লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে বললেন, তাঁর মুখ লাল।

'আপনি বসুন তো,' ধমকে দিলেন প্রধানমন্ত্রী, 'খবরটা সম্ভবত সত্যি।' অগত্যা বিচারমন্ত্রী ব'সে প'ড়ে রাগে নিজের কান টানতে লাগলেন।

হঠাৎ দরজাটা খুলে গেলো, লাফ দিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকলো টোকোলোশ। নিজের চারপাশ তাকিয়ে দেখলো, আস্তে-আস্তে মাথা ঘুরিয়ে এধার থেকে ওধার পর্যন্ত দেখলো—তারপর প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়লো, মাথাটা নিচুতে দিয়ে গোড়ালিটা ওপরে তুলে, শক্ত-শক্ত পায়ের এক লাফে টেবিলে উঠলো। সেখানে এক মুহূর্ত দাঁড়ালো, ভেতর থেকে আসা হাসির দমকে তার শরীর কাঁপছে—আবার ডিগবাজি খেয়ে অট্টহাসির পর অট্টহাসিতে সে ফেটে পড়লো। মনে হচ্ছিলো যে জানলাগুলোও যেন ফ্রেমের মধ্যে তার সঙ্গে হাসছে।

'ঐ তো টোকোলোশ,' আর্তনাদ ক'রে উঠলেন জনৈকা মহিলা কাউন্সিলর। পরে অজ্ঞান হ'য়ে গেলেন।

'আমাকে ভ্যাংচাচ্ছে!' প্রধানমন্ত্রী কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে বললেন।

'না, আপনাকে নয়,' বিচারমন্ত্রী চেঁচিয়ে বললেন, 'আমাকে ভ্যাংচাচ্ছে।'

'আপনি সব সময়ে চ্যাচান কেন বলুন তো?' কালা আদমি উন্নয়নমন্ত্রী চেঁচিয়ে বললেন। 'ও প্রধানমন্ত্রীকে ভ্যাংচাচ্ছে। এবং আমাকে ভ্যাংচাচ্ছে।'

'হচ্ছেটা কী?' পররাষ্ট্র মেরামত মন্ত্রী দারুণ উত্তেজনায় ফেটে পড়লেন, 'টোকোলোশ? কই আমি তো কোন টোকোলোশ দেখছি না!'

নদী এবং বাঁধের মন্ত্রী একটা চোখ খুলে বিড়বিড় করলেন, 'টোকোলোশ? আমরা কি এখনো টোকোলোশ প্রসঙ্গেই আছি?' ব'লে তিনি আবার চোখ বুজলেন। তিনি নাক ডাকতে শুরু করলেন। তার থামা-থামা গর্জনে মনে হচ্ছিলো যেন খেলার স্টীম-এঞ্জিন চলছে। খনি মন্ত্রী কনুই গুঁতিয়ে তাঁকে জাগালেন।

'আমি বলতে বাধ্য,' খনি মন্ত্রী বললেন, 'আমি কোনো টোকোলোশ দেখছি না।'

'বলেন কী!' মেয়র চেঁচালেন, 'ও তো আপনার সামনেই। হাত বাড়ালেই ধরতে পারবেন।'

'কোথায়? কোথায়?' খনি মন্ত্রী শুধোলেন। তারপর সামনের দিকে শূন্যে ভীষণভাবে হাত ছুঁড়লেন ধরবার জন্য।

'আপনি তো প্রায় ধ'রেই ফেলেছিলেন, উজবুক কাঁহাকার।' প্রধানমন্ত্রী ধমকে দিলেন। তিনি আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর হঠাৎ তার সামনে শূন্যে ঝাঁপ দিলেন।

'বড্ডো তড়বড়ে,' তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তারপর নিজের সিটে ব'সে পড়লেন। পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে কপাল মুছলেন।

'ঠিক,' কালা আদমি উন্নয়ন মন্ত্রী বললেন, 'কালা আদমিরা বলে যে বজ্রের ঔরসে ওর জন্ম।'

'কালা আদমিরা কী বলে সে-সব কথা রাখুন তো।' প্রধানমন্ত্রী তাঁর ওপর গোসা করলেন। আর কালা আদমি উন্নয়নমন্ত্রী লজ্জায় লাল হ'য়ে নিজের হাতের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর টোকোলোশ যেরকম হঠাৎ ঘরে ঢুকেছিল, তেমনি হঠাৎই ওদের ছেড়ে চ'লে গেলো। টেবিল থেকে এক লাফে দরজায় গিয়ে এক লহমার জন্য দোরগোড়ায়



থেমে মাথা ঘুরিয়ে টেবিলের দিকে তাকালো। তারপর টেবিলের চারপাশে ব'সে থাকা শাদা আদমিদের দিকে বাঁ চোখে এক কানকি মেরে বেরিয়ে গেলো।

'মহিলাটি মেঝেতে ব'সে কী করছেন?' নদী এবং বাঁধের মন্ত্রী জিগগেশ করলেন। টোকোলোশের প্রস্থানের পর নিঃশব্দ বিরতির মাঝখানে তিনি জেগে উঠেছিলেন।

'নিশ্চয়ই তিনি অজ্ঞান হ'য়ে গেছেন,' শ্রমমন্ত্রী বললেন। তিনি উঁবু হ'য়ে ব'সে তাঁর কানের কাছে মিহি সুরে কু কু করতে লাগলেন যতোক্ষণ না ভদ্রমহিলা চোখ মেললেন। হাঁপাতে হাঁপাতে জিগগেশ করলেন, 'ও কি চ'লে গেছে?'

'টোকোলোশ?'

'হ্যাঁ।'

'এই মাত্র চ'লে গেলো।'

'ওঃ আমি যে কী খুশি হলাম,' তিনি বললেন। তিনি যখন উঠে দাঁড়ালেন তাঁর হাত তখন কলজের ওপর। তিনি টেবিলে তাঁর জায়গায় আবার ব'সে পড়লেন, 'ও যখন আমার দিকে চাইলো, আমার মনে হচ্ছিলো, আমি আর···'

'ঠিক আছে,' প্রধানমন্ত্রী চাপা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কথাগুলো কোনোমতে বের করলেন, 'এবার চালিয়ে যাওয়া যাক।'

'চালাবেনটা কোথায়?' বললেন চকচকেমুখো কাউন্সিলর যিনি একদা জ্যামের কৌটোর কারখানার মালিক ছিলেন, 'আমরা আদপে কোথাও চলেছি ব'লে তো মনে হয় না। আপনি আমাদের সবাইকে এই তালগোলের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন।' তিনি প্রধানমন্ত্রীর দিকে চাইলেন, 'ওরা তো আগে যা পাচ্ছিলো তাই নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলো। তারপর আপনি একটার পর একটা জিনিশ কেড়ে নিলেন, আর এখন ওরা যা চাইছে অগে তা কখনো চায়নি—এমনকি আপনি শুরু করবার আগে এসব কল্পনাও করেনি।' অন্যান্য কাউন্সিলররা জোরে হাততালি দিলেন।

'আমি আবার শহরতলিতে যাচ্ছি,' মেয়র ঘোষণা করলেন। 'আমি গিয়ে বলবো যে শহরের রাস্তায় আমরা নিজেরাই বাস চালাবো, যাতে কালো মানুষদের কোনো ভাড়াই না-দিতে হয়। এবং আমি গিয়ে বলবো যে কারখানাগুলিতে আমরা আরো মজুরি দিতে রাজি আছি, যদি তারা ফিরে আসে। এবং আমি গিয়ে বলবো যে-চিরকুট

তাদের ব'য়ে বেড়াতে হয়, সেটা আমাদের কাছেও বোঝা—চিরকুট থাকুক আর না-থাকুক আমরা তাদের কাজ দেবো এবং শহরতলিতে বসবাস করতে দেবো। তাহ'লেই সম্ভবত কালা আদমিরা শহরে ফিরে আসবে।'

'এই ভয় আর সহ্য করতে পারছি না,' মহিলা কাউন্সিলর আর্তনাদ করলেন। 'তারা যদি আমাদের কাছে না-আসে আমরা তাদের কাছে যাবো। শাদা লোক, কালো লোক, এখানে-ওখানে, সর্বত্র। আমি আর কেয়ার করি না।' তিনি হাত দিয়ে মুখ ঢাকলেন, তারপর সশব্দে কেঁদে উঠলেন।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর সিট থেকে লাফিয়ে পড়লেন, 'এই আবোল-তাবোল বকুনি অনেকক্ষণ ধ'রে শুনছি,' তিনি গলা চড়িয়ে চিৎকার করলেন: 'আপনারা সবাই ভয় পেয়েছেন—আপনারা দুর্বল। আপনাদের মতো আমিও ভয় পেয়েছি। কিন্তু আমি প্রথমে দেখতে চাই শহরটি ভেঙে টুকরো-টুকরো হ'য়ে গেছে, বাড়িগুলো রাস্তায় মিশে গেছে, তারপর আমি কালা আদমিদের এখানে আসতে দেবো, নিতে দেবো আমাদের যথাসর্বস্ব, বসতে দেবো যেখানে আমরা ব'সে আছি, হুকুম করতে দেবো আমাদের কর্তব্য বিষয়ে। আমাদের যা আছে তা যদি যাবার হয় তো যাক। কিন্তু আমি অন্তত তাদের বিলিয়ে দেবো না। আমি বলবো না যে, তোমরা এসো, আমাদের যা আছে তোমরা নিয়ে যাও, তোমাদের দিলাম। আমি কালা আদমি উন্নয়নমন্ত্রী এবং কৃষ্ণাঙ্গ অধিগ্রহণ মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। আমি জানতাম যে আপনাদের ওপর নির্ভর করা যাবে না, আপনারা এ-রকম কথাবার্তা বলবেন। আমরা প্রস্তুত। আপনাদের বাড়ির চারপাশ ঘিরে পুলিশ রয়েছে এবং আপনাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করা হ'লো।'

'ঠিক,' কালা আদমি উন্নয়নমন্ত্রী বললেন, 'আপনাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করা হ'লো।'

'আমাকেও ?' আর্তনাদ ক'রে উঠলেন পররাষ্ট্র মেরামত মন্ত্রী, 'আমাকে ছাড়া আপনারা কী করবেন ?'

'আর আমাকে ?' চেঁচালেন খনি মন্ত্রী।

'আর আমাকে ?' নদী এবং বাঁধের মন্ত্রী ছাড়া আর সব মন্ত্রী কৈফিয়ৎ তলব করলেন। তিনি তখনো ঘুমুচ্ছিলেন আর বিচারমন্ত্রীর মুখ কাঁপছিল ব'লে তিনি কথা বলতে পারছিলেন না।

'হ্যাঁ,' কৃষ্ণাঙ্গ অধিগ্রহণ মন্ত্রী বললেন, 'আপনারা যদি এভাবে ব্যাপারটা নেন যে এটা আপনাদের ভালোর জন্যই আমরা করছি, তাহ'লে আপনাদের পক্ষে অনেক সহজ হ'য়ে যাবে। আমরা তিনজনে শহরটাকে চালাবো—প্রধান মন্ত্রী, কালা আদমি উন্নয়ন মন্ত্রী এবং আমি।'

মেয়র মাথা হেলান দিয়ে হাসলেন। 'এটা', তিনি কেঁদে-কেঁদে বললেন, 'আমার আগেই বোঝা উচিত ছিলো। আগে হোক, পরে হোক, এরকমই দাঁড়াতো ব্যাপারটা। আপনারা সব সময়ে আমাদের নিয়ে যা খুশি করতে চেয়েছেন, তা-ই করতে দিয়েছি আমরা। কেননা আপনাদের না বলার সাহস আমাদের ছিলো না। এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে শহর এবং মানুষের কী হাল আপনারা করেছেন। এটা আমাদেরই দোষ। আমাদের আগেই বোঝা উচিত ছিলো।' তিনি চোখ মুছলেন।

'আপনি হাসছেন কেন ?' গর্জে উঠলেন প্রধানমন্ত্রী, 'আপনি টোকোলোশের মতো হাসছেন। আমার দিকে চেয়ে কেউ ওভাবে হাসে না।'

'প্রধানমন্ত্রীর দিকে চেয়ে কেউ ওভাবে হাসে না,' একসঙ্গে গর্জে উঠলেন কালা আদমি উন্নয়নমন্ত্রী এবং কৃষ্ণাঙ্গ অধিগ্রহণ মন্ত্রী।

'হাসছি ?' মেয়র বললেন, 'আমি হাসছি তার কারণ আমি আর পরোয়া করি না। আপনি যা বলছেন তাই হবে। শহর ভেঙে টুকরো-টুকরো হ'য়ে যাবে, বাড়িগুলো নিচু হ'য়ে রাস্তায় মিশে যাবে।

আপনি জিততে পারবেন না। আমরা যখন এতোগুলি লোক কালা আদমির বিরুদ্ধে সবাই একসঙ্গে ছিলাম, তখনই যখন জিততে পারলেন না, এখন কী ক'রে জিতবেন—আমরা যখন সবাই জেলে, এই ছন্নছাড়া শহরে আপনারা যখন মাত্র তিনজন? কেন আমি হাসবো না? বরং এ-পথই ভালো। আপনাদের জন্য কালা আদমিদের দেখানো উচিত যে শাদা চামড়া মাত্রেই সব কিছু লোভের কাছে গোর দেয় না। এটা খুব মজার যে এই শিক্ষাই আপনাদের প্রয়োজন ছিলো।' তিনি কাঁদতে শুরু করলেন অসহায়ভাবে, গণ্ডদেশে অলক্ষ্যে চোখের জল গড়াচ্ছিল। 'আর কোনো শহর থাকবে না,' তিনি বললেন, 'কোনো চিমনির ধোঁয়ায় আর আকাশ ঢেকে যাবে না, বাগান ঘেরা বাড়ি আর থাকবে না, সূর্যের আলোয় লাল মাটি আর থাকবে না। আর রাতের বেলায় কালা আদমিরা যখন আকাশের দিকে চাইবে, দূরে গভীরে শাদা নক্ষত্রদের গান শুনবে, তখন আমাদের কী দশা হবে? আমরা কোথায় থাকবো?

শুরুর শেষ

'শ্ শ্' প্রধানমন্ত্রী ফিশফিশ ক'রে বললেন, 'শুনতে পাচ্ছেন?' মন্ত্রীরা এবং কাউন্সিলররা শুনলেন। ওপরে মেঘের গুরুগুরু, নীরবতা, তারপর বাজপড়ার শব্দ। আর সেই বড়ো-বড়ো ফোঁটায় জানলাগুলোতে বৃষ্টির ছাট আসতে লাগলো। 'আমাদের শেষ সুযোগ,' তিনি চেঁচিয়ে বললেন—তাঁর চোখের মণি ইতস্তত ঘুরছে। 'টোকোলোশ যতোই হাসি-ঠাট্টা করুক, এটা বৃষ্টিই।'

'বৃষ্টি?' বিদ্রূপ করলেন জনৈক কাউন্সিলর, 'হ্যাঁ, এটা বৃষ্টি। তো হয়েছেটা কী?'

'আমি আপনাদের এই বৃষ্টি বিষয়েই বলবো,' প্রধানমন্ত্রী জানালেন,

তাঁর কণ্ঠস্বর মেলায়েম। 'এই বৃষ্টি শহরতলির রাস্তাগুলোকে নদী বানিয়ে ফেলে, দেয়াল ভেদ ক'রে কুঁড়েগুলো ভাসিয়ে ফুঁশতে থাকে আর শুরু হবার তিনদিনের মধ্যে থামে না। গরমকালের এই প্রথম বৃষ্টি, বছরের বন্যাতোরণ।' তারপর তিনি মেয়রের দিকে চাইলেন, তাঁর চোখ দুটো কয়লার মতো জ্বলছে। 'আমাকে আর তিনদিন সময় দিন, আমি দেখিয়ে দেবো। তিনদিন পরে কালা আদমিরা যদি শহরে উপছে না-পড়ে তো আমি কবুল করবো যে আপনারা ঠিকই বলেছেন, তখন নগরের ভার আপনাদের ওপর ছেড়ে দেবো—আপনারা যা-খুশি তা-ই করবেন। আপনারা শহরতলিতে যেতে পারেন, আপনাদের যথাসর্বস্ব কালা আদমিদের দিয়ে দিতে পারেন। কেননা আমি জানি আমরা তিনজনে একা শহরকে ধ'রে রাখতে পারবো না। কিন্তু আপনারা আমাকে তিনদিন সময় দেবেন। আপনারা কথা দিন যে আরো তিনদিন আপনারা সবাই আমাকে সাহায্য করবেন।'

'আমার বিবেচনায় আর অপেক্ষা করা উচিত নয়,' মেয়র বললেন, 'এ-অবস্থা আর চলতে দেওয়া ঠিক নয়। তিনদিন পরে হয়তো আমরা যখন আসবো তখন কালা আদমিরা আমাদের কথা শুনতেই চাইবে না। আর আমরা চিরকালের মতো তাদের সঙ্গে শান্তির ব্যবস্থাটা ছুঁড়ে ফেলে দেবো।'

'আমরা কোনো কালো প্রধানমন্ত্রী চাই না,' গর্‌র্‌ ক'রে নাকি-আওয়াজ বের করলেন পররাষ্ট্র মেরামত মন্ত্রী।

'তাহ'লে তো একজন কালা পুলিশের বড়ো কর্তা হবে', চেয়ারে ওঠ-বস করতে-করতে বিচারমন্ত্রী চেঁচালেন, 'আমাদের ব্যাবসা-বাণিজ্যে নাক গলাবে, আমাদের ছাড়পত্র কেড়ে নেবে। দেশদ্রোহিতার দায়ে বছরের পর বছর ধ'রে বিচার চালাবে···' তিনি এতো উত্তেজিত হ'য়ে পড়লেন যে শেষ করতে পারলেন না।

'আমরা চাই না যে কালা আদমিরা আমাদের ওপরতলায় বসবাস

করুক,' প্যানপান করলেন জনৈকা মহিলা কাউন্সিলর, 'ওঁকে বরং তিনদিন সময় দেওয়া যাক।'

'আমরা চাই না কালা আদমিরা এখানে আমাদের সঙ্গে ব'সে,' গলা খাঁকারি দিয়ে বুড়ো কুঁজো কাউন্সিলর বললেন, 'আমাদের শেখাক কীভাবে আমাদের শহরে চলতে হবে। বরং ওঁকে তিনদিন সময় দেওয়া যাক।'

'কেন আমাদের মেশিনগুলো কালা আদমিদের কাজে লাগাতে দেবো?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন সেই বেঁটে, চকচকেমুখো কাউন্সিলরটি যার কারখানায় জ্যামের টিন তৈরি হ'তো। 'প্রধানমন্ত্রী যে-তিনদিন সময় চাইছেন, তা তাঁকে দেওয়া হোক।'

'আমার মনে হয় না ওঁকে আমাদের তিনদিন সময় দেওয়া উচিত', মেয়র বললেন। 'কিন্তু আমরা ওঁকে তিনদিন সময় দেবো। তারপর আমরা আমাদের মতো ক'রে শান্তি আনবো।' তারপর প্রধানমন্ত্রীর দিকে ঘুরে বললেন, 'আমরা কী ক'রে জানবো যে আপনি আমাদের কাছে আপনার প্রতিশ্রুতি রাখবেন?'

'আপনাদের তো আশ্বাসের দরকার নেই,' জবাব দিলেন প্রধানমন্ত্রী। 'আপনারা নিজেরাই আমাদের যা বললেন তা নিশ্চয়ই খাঁটি কথা। আপনাদের ছাড়া আমরা বেশিদিন শহরকে ধ'রে রাখতে পারবো না।'

'আরো তিনদিন সময় আপনাকে দেওয়া হ'লো,' মেয়র বললেন।

সেদিন সারারাত ধ'রে বৃষ্টি হ'লো, পরদিনও সারাদিন এবং রাতভোর। শহরে জল-নিকাশি পাইপগুলোতে বৃষ্টির জল উপছে প'ড়ে রাস্তার কোনার নর্দমাতে গড়িয়ে গেলো। কালা আদমিদের শহরতলিতে অবস্থাটা অন্যরকম ছিলো। কেননা শহরতলির রাস্তাগুলো আঢাকা, লাল কাঁচা রাস্তা—পায়ে-পায়ে চ'লে ওগুলো সমতল করা হয়েছে, কোনো ফুটপাত নেই, জল-নিকাশি কোনো পাইপ বা নর্দমা নেই। জল গিলে ফেলার জন্য মাটির নিচে কোনো কংক্রীটের

তৈরি গলাও ছিলো না। ফলে বৃষ্টির জল বাঁধ দেওয়া সমুদ্রের মতো জমতে লাগলো, মুহূর্তে ফুলে-ফেঁপে উঠছে যেন নীচের থেকে বাড়ছে। দ্বিতীয় দিনের সন্ধের মধ্যেই শহরতলির রাস্তাগুলো বিশাল-বিশাল সাপের মতো হামাগুড়ি দিতে লাগলো, কালা আদমিদের কুঁড়েগুলোতে গা ঘষাঘষি করতে লাগলো। তবুও চললো বৃষ্টি। কয়েকটিমাত্র বাড়ি ইট আর সিমেন্টের তৈরি। সেগুলো কাদা ভেদ ক'রে শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল। কিন্তু অধিকাংশ কালা আদমিরাই থাকে টিন আর কাঠের বাক্‌শে তৈরি কুঁড়েতে, বাতাস আটকাবার জন্য ফোকরগুলোতে খবরের কাগজ গোঁজা। একটার পর একটা কুঁড়ে কাঁপতে-কাঁপতে হেলে পড়লো হামাগুড়ি দিয়ে চলতে-থাকা রাস্তার ওপর। তবুও চললো বৃষ্টি। যারা ঘরদোর হারালো, তারা হুড়মুড় ক'রে জমায়েত হ'লো উঁচু ঢিবিতে। দুদিন আগেও যেখানে সূর্যের তাপে কুঁড়েগুলো খাড়া ছিলো, সেখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তারা ঠাণ্ডা, ধূসর জলস্রোত দেখতে লাগলো। তবুও চললো বৃষ্টি—শুরুতে যে-রকম বাঁধনছাড়া ভাবে আকাশ থেকে পড়ছিল সে-রকম নয়, মৃদুভাবে প্রায় অদৃশ্য হ'য়ে বিরতিহীন বৃষ্টি চললো। বৃষ্টির ধারাগুলো মনে হচ্ছিলো আকাশের সঙ্গে মাটিকে যেন টানা সুতোয় শেলাই ক'রে চলেছে। প্রতি বছরই গরমের শুরুতে কালা আদমিদের ওপর বৃষ্টি নেবে আসে মহাব্যাধির মতো। কিন্তু এবারে বর্ষার ফলা অনেক বেশি ধারালো এবং আগের তুলনায় সাধারণ মানুষের খিদে এবং নগ্নতাও অনেক বেশি ভয়ঙ্কর।

তৃতীয় দিন সকাল থেকেই গুঞ্জন শুরু হ'লো, লক্ষ-লক্ষ জানলার শার্সিতে বসা মাছিদের ভ্যানভ্যানানির মতো, 'টোকোলোশ। টোকোলোশই পারবে থামাতে। আমরা যদি বলি, তাহ'লে টোকোলোশ বৃষ্টিকে নিয়ে চ'লে যাবে!' একজন বুড়ি তার চারপাশের লোকজনদের তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে বললো, 'এসো, আমরা সবাই মিলে পিটারের কাছে যাই। সে যেন টোকোলোশকে বলে বৃষ্টিকে আকাশের অন্য

প্রান্তে নিয়ে যেতে।' সাধারণ লোকেরা সবাই মিলে একই ধুয়ো তুললো, 'ঠিক, টোকোলোশ! টোকোলোশের কাছে চলো।' শহরতলির এক উঁচু পাহাড়ের ওপর পিটার ব'সে আছে আর টোকোলোশ তার জ্যাকেটের বোতাম থেকে দোল খেতে-খেতে কথা বলছে সেই তরুণীটির সঙ্গে যে সভার দিনে তাকে রক্ষা করতে বলেছিল এবং সেই তরুণটির সঙ্গে যার প্রকাশিত খবরের কাগজ পুলিশ পছন্দ করে না। কাছাকাছি ব'সে ছিলেন পিটারের মা এবং বাবা, নিচু গলায় কথাবার্তা বলছিলেন আর পরস্পরের দিকে মাথা নাড়ছিলেন। কেননা তাঁরাও তাঁদের কুঁড়ে হারিয়েছেন, যার অর্থ হ'লো বৃষ্টির জল গড়িয়ে যাবার পর আরো অনেকদিন কেটে যাবে জং-ধরা টিন আর লকড়ি খুঁজে ঘর তুলতে।

অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁদের চারপাশে বিরাট ভিড় জ'মে গেলো, পেছনে যারা ছিলো তারা সামনে আসার জন্য ঠেলাঠেলি করতে লাগলো। পেছল খাড়াইতে তিল ধারণের জায়গা ছিলো না, কেউ-কেউ প'ড়ে গিয়ে পড়শিদের পায়ের চাপে আহত হ'লো। তরুণটি, যার প্রকাশিত খবরের কাগজ পুলিশ পছন্দ করে না এবং যে সেদিন সভায় বক্তৃতা করেছিল, হাত তুলে সবাইকে চুপ করতে বললো। সবাই স্থির হ'য়ে গেলো।

'তোমরা এখানে কেন এসেছো?' সে বললো, 'তোমরা আমাদের কাছ থেকে কী চাও?'

'তোমাকে চাই না,' বুড়িটা ফ্যাশফেশে গলায় বললো, 'তোমাকে চাই না। আমরা পিটারের কাছে এয়েচি যাতে ও টোকোলোশকে বলে বৃষ্টিকে নিয়ে যাবার জন্য।'

'ঠিক তাই,' চেঁচালো হলদে জ্যাকেট আর হলদে জুতো পরা এক ছোকরা যে বুড়ির কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলো। সে হচ্ছে তাদের একজন, যারা কোনোদিনই শহরে কাজ করতে যেতো না, কিন্তু রাতের অন্ধকারে যাদের ব্যস্ত হাত এতোটাই টাকা পেতো যাতে স্বচ্ছন্দে

তার পরনের ধোপ-দুরস্ত পোশাক কেনা যায়। ‘টোকোলোশ’! সে পকেট থেকে ছুরি বের ক’রে আগা দিয়ে নখ পরিষ্কার করতে লাগলো, ‘ও বৃষ্টিকে নিয়ে যাক্।’ সূর্য অস্ত গেলে গাছে যেরকম স্টার্লিং পাখির কিচিরমিচির শুরু হয়, তেমনি জনতার মধ্যে কল-কোলাহল শুরু হ’লো। আবার সেই তরুণটি, যার প্রকাশিত খবরের কাগজ পুলিশ পছন্দ করে না, হাত তুলে সবাইকে চুপ করতে বললো, সবাই স্থির হ’লো। সে কটমট ক’রে বুড়িটা এবং হলদে জ্যাকেট আর হলদে মোজা পরা লোকটার দিকে তাকালো।

‘কী মতলবে তোমরা সবাই এখানে এসেছো, শুনি!’ সে চেঁচিয়ে বললো, ‘টোকোলোশ কী ক’রে আকাশকে বলতে পারে কী করা উচিত? ফি-বছরই তো গরমের শুরুতে এ-রকম বৃষ্টি হয়। আমি জন্ম থেকেই তো এ-রকম ঘটছে দেখছি। আমি যখন বুড়ো হবো, তখনও এ-রকম ঘটতে থাকবে, এমনকি তখনও যখন ঐ বুড়িটার মতো থুত্থুড়ে হবো আর এমনই ভীমরতি ধরবে যে ওর মতো ভাববো আমরা চেঁচালেই মেঘগুলো ঘাগ্‌রা তুলে পালাবে। কেউ বৃষ্টি বন্ধ করতে পারে না। শিগগিরই, হয়তো কালই, বৃষ্টি থেমে যাবে, আবার সূর্য আমাদের উত্তাপ দেবে।’

‘না,’ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বুড়িটা চেঁচালো, ‘এমন ভাবে বৃষ্টি পড়ছে যে মনে হচ্ছে কোনো দিনই থামবে না। যদি সাত দিন ধ’রে চলে তো কী হবে? কিংবা সত্তর দিন? টোকোলোশকে বৃষ্টি নিয়ে যেতে হবে। ও যদি আমাদের কোনো কাজেই না-লাগতে পারে তো এখানে আছে কেন শুনি? ওকে আর দেখতেও পাচ্ছি না, ও আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াচ্ছে।’ সে তার লম্বা, কোঁচকানো-পাকানো আঙুল বাড়িয়ে দিলে পিটার আর তার সঙ্গীদের উদ্দেশে, ‘তোমরা বলেছিলে ওকে বিশ্বাস করতে, কেননা ওর জাদু খুব কড়া। আর এখন তোমরা বলছো যে ওর জাদু দুর্বল, ও বৃষ্টিকে নিয়ে যেতে পারে না। শোনো লোকেরা, আমাদের

ঠকানো হয়েছে! আমাদের ঠকানো হয়েছে!' সে চুল ছিঁড়তে লাগলো, আর আশপাশের মেয়েদের মধ্য থেকে বিলাপ শুরু হ'লো।

'ঠিক,' পিটারের বাবা চেঁচিয়ে বললেন। ভয়ে তঁরে কলজে শুকিয়ে গিয়েছিল, কেননা তিনি ভাবছিলেন এই বিলাপ হঠাৎ ক্রোধে পরিণত হ'য়ে সমস্ত আক্রোশটা গিয়ে পড়বে তাঁর ছেলের ওপর, 'এই খবরের কাগজের ছোকরাটি আমাদের অনেক কিছু আশা দিয়েছিল। এখন দেখছি ওর জাদু নেহাৎই শিশু, ওর ছোট্টো হাতগুলো সব গড়বড় ক'রে দিচ্ছে।'

'থামো তো, উজবুক কাঁহাকার!' তাঁর বৌ চেঁচালেন, 'শিশু যদি কেউ হয় তোমরাই—এখন এটা বিশ্বাস করছো, তখন ওটা, যখন যা বোঝানো হচ্ছে। তোমরাই আমাদের ঠকাচ্ছো!' পিটারের বাবা চুপ করলেন। হাত দিয়ে তাঁর মুখ ঢাকা, তাঁর লজ্জা করছিল।

'তোমরা কি কখনো নিজেদের ওপর বিশ্বাস রাখবে না, আস্থা রাখবে না নিজেদের শক্তির ওপর?' খবরের কাগজের তরুণটি বললে, বোঝাবার ভঙ্গিতে তার বাহুটা বাড়ানো, 'যে মস্ত বড়ো জাদু তোমরা চাইছো, তা কোনো থলের মধ্যে নেই। টোকোলোশের পায়ের মধ্যে কোনো জাদু নেই, যেমন থাকে তুকতাক করা ডাক্তারদের হাড়ের মধ্যে। সে-জাদু আছে কালা আদমিদের স্পন্দমান হৃদয়ে, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে, তাদের বিশ্বাসের মধ্যে, তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী বাঁচবার চেষ্টার মধ্যে। টোকোলোশ এমন কিছুই করতে পারে না, যা আমরা নিজেরাই পারি না। তার জাদুর পরম বিস্ময় এইখানে যে, সে যা করেছে তা এতো লোকে একসঙ্গে মিলে করেছে। আমাদের যা করণীয় তা যদি আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে করি, তাহ'লে কোনো কিছুই বেশিদিন আমাদের মধ্যে বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না। কিন্তু তাই ব'লে আমরা মাথার ওপর বৃষ্টি পড়া বন্ধ করতে পারি না অথবা সূর্যকে টেনে আনতে পারি না আকাশে। তামাম দুনিয়ার লোক মিলেও তা পারে না, তারা পারে দুনিয়াটা পালটাতে, কেননা

পৃথিবীটা তাদের। এরই মধ্যে কি কালা আদমিরা অনেক তাজ্জব করা জিনিশ ঘটায়নি? আমরা কোনো শাদা চামড়াকে আঘাত করিনি, অথচ এতো বছর ধ'রে শাদা চামড়ার লোকেরা আমাদের ওপর যে জ্বালা-যন্ত্রণার বোঝা চাপিয়েছে তার দরুন তাদের ভের্তরে-ভেতরে ভয় ও ছন্নছাড়া ভাব ঢুকেছে। আমরা গরিব, শাদা চামড়াদের মতো আমাদের মেশিনও নেই, বাগানও নেই। তবুও তারা যাকে তাদের নিজেদের শহর বলে, আমরা ছাড়া তা খাঁ-খাঁ করছে। কেননা আমরা না-এলে মেশিনগুলো ঘুমিয়ে পড়ে, বাগানগুলো আগাছা হ'য়ে যায়। বাবার বাবারাও যখন জন্মায়নি, তখন থেকে আমরা যে-সব আশা-আকাজ্ক্ষা করেছি, আমাদের আঙুলগুলো যখন সে-সব ফলের দিকে সবে হাত বাড়িয়েছে, তখন কি আবার আমরা হাতজোড় করবো বৃষ্টি হচ্ছে ব'লে? বৃষ্টি শিগগিরই থেমে যাবে, শাদা শহর আমাদের কাছে হাঁটু গেড়ে বলবে আমরা যেন ফিরে যাই--ঐ শহরটা যেন আবার ওদের পায়ে তুলে দি'। আর আমাদের ছেলেপিলেরা পেটে খিদের জ্বালায় রাতে কাঁদবে না, আর আমাদের কুঁড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে না বৃষ্টি, কেননা আমাদের বাড়ি হবে ইট আর সিমেণ্ট দিয়ে তৈরি, মাটির নিচে যাদের পোক্ত ভিৎ—আমাদের রাস্তাগুলো হবে খোয়া দিয়ে তৈরি, সেগুলোতে অন্ধকারে থাকবে আলো, বৃষ্টির জল গিলে ফেলার জন্য থাকবে নালা, যখন বৃষ্টি আমাদের মাথার ওপর পড়বে। আবার আমরা গাড়িতে চ'ড়ে শহরে যাবো, কেননা ভালো ঘুমের শেষে ঝরঝরে হ'য়ে তাড়াতাড়ি গেলে শহর খুশি হবে। কিন্তু আমাদের ধৈর্যের সঙ্গে বুক বাঁধতে হবে—অপেক্ষা করতে হবে বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত। টোকোলোশ বৃষ্টি নিয়ে যেতে পারে না, কেননা আমাদের হাতও, যে-হাত বড়ো-বড়ো শহর তুলে আবার তাদের রাস্তায় মিশিয়ে দিতে পারে, বৃষ্টিকে নিয়ে যেতে পারে না। টোকোলোশ আছে কালা আদমিদের হাতে এবং হৃদয়ে। আর হৃদয় এবং হাত যার প্রতিকার করতে পারে না, শুধু সহ্য করতে পারে,

টোকোলোশও পারে তা সহ্য করতে—সে বদলাতে পারে না।' তরুণটি চুপ করলো। যারা তার আশেপাশে ছিলো, চোখের জলে ঝাপশা হ'য়ে যাওয়ায় তারা তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো না। হ্যাঁ, এমনকি টোকোলোশও হাত দিয়ে তার মুখ ঢেকে ছিলো এবং নিজের মনেই কাঁদছিল। ভেতর থেকে যখন কান্না ঠেলে বেরুচ্ছিল, তখন তার শরীর কাঁপছিল।

কিন্তু বুড়িটা চেঁচালো, 'খালি কথা আর বোলচাল! সেদিন সভায় শাদা চামড়ার পুলিশটা যা বলেছিল ঠিক তাই। এখন আমরা দেখছি যে সে হক কথাই বলেছিল। টোকোলোশ যদি বৃষ্টি না-নিয়ে যেতে পারে, তবে তো সে কিস্সু না। তাহ'লে তো শাদা চামড়াদের জাদুর গুণ অনেক বেশি। আমি কাল সকাল পর্যন্ত দেখবো, সকালেও যদি আকাশ মেঘলা থাকে এবং আমার মাথার ওপর বৃষ্টি পড়তে থাকে তো আমি শহরে হাঁটা দেবো, আমি আমার মনিব ঠাকরুনের সঙ্গে বোঝাপাড়া করবো—আবার তার কাচাকাচি করবো, রান্নাবান্না করবো। কেননা আমি ভুখা—আমার বাচ্চা-কাচ্চা, নাতি-নাতনিরাও খিদেয় জ্বলছে, ঠাণ্ডায় হাড়-কাঁপুনি বন্ধ করবার মতো যথেষ্ট কম্বলও আমাদের নেই। আমার এতো বয়স হয়েছে যে কথায় আর চিঁড়ে ভিজবে না—পেট যখন খিদেয় চোঁ-চোঁ করছে তখন কথা দিয়ে তা ভরবে না।'

'আমিও যাবো,' তার কাছেই একজন মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো, সে বললো। সে আগে কখনো কথা বলেনি, 'আমার ছোট্টো বাচ্চা ঠাণ্ডায় কাঁপে—আমার কোনো ঘর-দোর নেই যাতে বৃষ্টি থেকে ওকে আটকাতে পারি। সে যখন কাঁদে, তখন কথা দিয়ে কি ওকে ভুলিয়ে রাখবো?'

'টোকোলোশ পালিয়েছে।' তার স্বামী চেঁচিয়ে বললো, 'আমি আর তো তাকে দেখতে পাচ্ছি না।'

'আমি এখনও তাকে দেখতে পাচ্ছি।' সেই মেয়েটি বললো,

যাকে টোকোলোশ সেদিন সভায় রক্ষা না-করলে পুলিশ ধ'রে নিয়ে যেতো। 'আমি থাকবো। আমি থাকবো কেননা আমার বাচ্চারাও ঠাণ্ডায় কাঁপছে, খিদের জ্বালায় কাঁদছে। কারণ এ বছর যেরকম নত হয়েছি, আগামী গ্রীষ্মে সে-রকম নত আর হবো না। কারণ আমি আর সব সময়ে চিরকুট ব'য়ে বেড়াবো না যাতে ওরা ব'লে দেবে তুমি এখানে থাকতে পারো অথবা ওখানে যেতে পারো। কারণ সূর্য ওঠে, আবার অস্ত যায়—আমাদের ক্ষেত্রেও তা সত্যি, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে পাকিয়ে ওঠা ব্যথা-বেদনার ক্ষেত্রেও তা সত্যি, কারণ সব সময়ে অভাব আর বাইরের বৃষ্টি হাওয়ায় উলঙ্গ থাকার জ্বালায় আমি ভেতরে-ভেতরে অসুস্থ। কিন্তু শাদা চামড়ারা ধমকালে, পুলিশ এসে আমার দেহটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেও, আমার কিছু বলা উচিত নয় ব'লে আমি আর জিভ কামড়াবো না। তাদের মতো আমি যতোক্ষণ না মনে করতে পারি আমার হাত-পা আমারই হাত-পা—ততোক্ষণ আমি শাদাদের হেঁশেলে কাজ করবো না অথবা তাদের মেশিনগুলো জাগাবো না।'

'এ তুমি পাগলের মতো বলছো, বাছা,' একজন বুড়ো বললো, 'তুমি তোমার ঠোঁট দিয়ে মৃত্যুকে ডেকে আনছো!'

'হয়তো,' মেয়েটি নরমভাবে বললো, 'হয়তো আপনি যা বলছেন তা ঠিক। তাহ'লেও আমি তরুণ, আমি ম'রে গেলে কিছু এসে যায় না—যদি আমার মৃত্যু থেকে এমন আগুন জ্ব'লে ওঠে যা থেকে আমার বাচ্চারা, আমার বাচ্চার বাচ্চারা উত্তাপ পাবে। আর বাবা আপনি বুড়ো মানুষ ব'লে, লাঠি ছাড়া চলতে পারেন না ব'লে, আপনার চোখ সবসময় মাটিতে গোরস্থান খুঁজছে। মৃত্যু-ভয়ে আপনি কুঁজো হ'য়ে গেছেন, যেটুকু আয়ু অবশিষ্ট আছে সেটুকু বাঁচাবার জন্য আপনার বাচ্চাদের, বাচ্চার বাচ্চাদের কী ঘটবে আপনার কিছু এসে যায় না।'

সে চুপ করলো এবং তরুণটি, যার খবরের কাগজ পুলিশ পছন্দ

করে না, পিটারের মাথায় হাত রাখলো। সে আবার হয়তো বলতো, কিন্তু ইতিমধ্যে জনতা ছত্রখান হ'য়ে গেছে, লোকেরা ধীরে ধীরে পাহাড় থেকে নেবে যাচ্ছে, তার দিকে পেছন ফিরে—তাদের কানে শুধু বাজছে নৈরাশ্যের প্রবল ধ্বনি। কিছু-কিছু লোক হয়তো থেকে যেতো। কিন্তু বেশির ভাগ লোককে চ'লে যেতে দেখে তারাও ভয় পেলো—তাই তারাও পেছন ফিরে পাহাড়ের নীচে নেবে গেলো। আর তরুণটি, যাকে টোকোলোশ সভায় বাঁচিয়েছিল, পিটার, তার মা-বাবা এবং টোকোলোশ হঠাৎ অনুভব করলো তারা একা।

সারা রাত বৃষ্টি হ'লো, এতো হালকাভাবে যে জলের ওপর বৃষ্টির ফোঁটার শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিলো না। তার পরদিনও বৃষ্টি হ'লো। আর শহরতলির লোকেরা জরাজীর্ণ, বিধ্বস্ত অবস্থায় দল বেঁধে পা টেনে-টেনে চললো শহরের লম্বা পথে। তারপর এসে দাঁড়ালো সেই বাড়িটার সামনে, যেখানে মেয়র ছিলেন। তাদের আগমনবার্তা মেয়রকে আগেই দেওয়া হয়েছিল, তিনি জনতা পৌঁছোবার আগেই বারান্দায় তৈরি হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা। 'তোমরা কী চাও?' তিনি তাদের উদ্দেশে চিৎকার ক'রে বললেন। 'তোমরা দেখতে পাচ্ছো এখানে আমার সঙ্গে আছেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং, অন্য সব মন্ত্রী এবং কাউন্সিলররা। তোমরা যা করেছো তার জন্য আমাদের হৃদয় ভারাক্রান্ত হ'য়ে আছে। কিন্তু যেহেতু তোমরা আবার শহরে আমাদের কাছে ফিরে এসেছো, সেজন্য সব কিছুই আগের মতো থাকবে, বরং আগের চেয়ে ভালো। বাসগুলি আবার তোমাদের শহরতলির দীর্ঘ পথে যাবে এবং তোমাদের কোনো বাড়তি পেনি দিতে হবে না। কেননা আমি তোমাদের কথা দিয়েছিলাম। আর তোমরা যে-সব কারখানা এবং দোকানে কাজ করো, তাদের মালিকদের বলবো তোমাদের সাপ্তাহিক ভাতা যদি বাড়াতে নাও পারেন, তোমাদের কথা যেন শোনেন এবং বলেন হ্যাঁ।' কালা আদমিদের ভেতর থেকে বিরাট গুঞ্জন উঠলো। প্রধানমন্ত্রী চুপ করবার

জন্য হাত তুললেন এবং বললেন, 'তোমরা এসেছো দেখে আমি এবং আমার মন্ত্রীরা সুখী হয়েছি। কেননা এ-শহরটা তোমাদের, এ-দেশটা যেমন আমার, তেমনি তোমাদেরও। তোমরা যা করেছো তার জন্য তোমাদের কোনো শাস্তি দেবো না, আমরা তোমাদের মার্জনা করলাম, কেননা আমরা নিশ্চিত জানি হঠাৎ কোনো জাদুশক্তি তোমাদের ওপর ভর করেছিল—ভেতর থেকে যা করতে তোমাদের মন সায় দেয়নি, তাই তোমাদের করতে বাধ্য করা হয়েছে। যারা এই জাদু করেছিল, তাদের আমরা শাস্তি দেবো। তোমরা যাতে শান্তিতে কারখানায় এবং ঘরে যে-যার কর্মস্থলে ফিরে যেতে পারো, সেজন্য সব কিছুই আগের মতো থাকবে, বরং আগের চেয়ে ভালো। সুতরাং তোমাদের যে-চিরকুট সঙ্গে রাখতে হ'তো তা আগের মতোই থাকবে আর যারা সেগুলো পুড়িয়ে ফেলেছো, আজ থেকে তাদের নতুন চিরকুট দেওয়া হবে। আমরা জানি মাঝে-মাঝে সেগুলি তোমাদের কাছে বোঝা হ'য়ে ওঠে—আমরা চাই সেগুলো চিরকালের মতো তুলে দিতে। কিন্তু আমরা পারি না, কেননা ওগুলি প্রয়োজনীয় এবং দীর্ঘকালের প্রথা। এবং যা চ'লে আসছে তা কে বদলাবে? সব কিছুর জন্যই সহিষ্ণুতা চাই, জীবন মানেই তো এই সহিষ্ণুতা।' তিনি চোখের আড়ালে মুচকি হাসলেন, তাই কেউ দেখতে পেলো না তিনি কীভাবে হাসলেন।

'প্রধানমন্ত্রী শাস্তির বদলে মার্জনা করলেন ব'লে আমরা সবাই তাঁর কাছে দারুণ কৃতজ্ঞ। তোমাদের প্রবাদে বলে, "যিনি আঁধার রাত নিরাপদে পার ক'রে দেন, তাঁকে আঁধার শেষে ধন্যবাদ জানাবে,"' কালা আদমি উন্নয়ন মন্ত্রী বললেন।

'প্রবাদে এমনকি বলে যে,' কৃষ্ণাঙ্গ অধিগ্রহণ মন্ত্রী বললেন, '"যিনি আঁধার রাত নিরাপদে পার ক'রে দিয়েছেন তাঁকে আমরা ধন্যবাদ দি"!' আর বারান্দার নীচে রাস্তায় দাঁড়ানো কালা আদমিরা আনন্দ-ধ্বনিতে মুখর হ'য়ে উঠলো। তারপর জনস্রোত চললো কারখানায়, বাগানে, হেঁশেলে—যে যার কর্মস্থলে।

পিটার আর সেই তরুণটি, যার প্রকাশিত খবরের কাগজ পুলিশ পছন্দ করে না এবং সেই তরুণীটি, যাকে টোকোলোশ সভার দিনে রক্ষা করেছিল—এরা সবাই এক-সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগলো পাহাড়ে। তারপর পুলিশ ভর্তি খাকি লরি টায়ারের আর্তনাদ তুলে শহরতলির দিকে যাত্রা শুরু করলো। শেষে তাদের দিকে এগুলো। নীরবে তারা লক্ষ করলো পুলিশগুলো লরি থেকে লাফ দিয়ে নাবলো। নীরবে তরুণটি হাত বাড়িয়ে দিলো হাতকড়ার জন্য, নীরবে তরুণীটি দুজন পুলিশের সঙ্গে লরির দিকে এগুলো, তারা তাকে ধাক্কা আর লাথি মারতে-মারতে নিয়ে যাচ্ছিলো। একা পিটার দাঁড়িয়ে রইলো পাহাড়ে—তার কাঁধে ব'সে আছে টোকোলোশ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে টোলোলোশ বললো, 'এবার আমাকে যেতেই হবে। আমি এবার তোমার কাছ থেকে বিদায় নেবো পিটার। কিন্তু তুমি তো জানতে এ-রকম হবেই।' পিটার তাকে হাতে নিলো, ক'ড়ে আঙুলের ডগা দিয়ে তাকে ছুঁলো, তারপর জিগগেশ করলো, 'কোথায় যাবে? আবার কবে ফিরে আসবে?' টোকোলোশ জবাব দিলো, 'তরুণ-তরুণী যতোদিন জেলে থাকবে, আমি ততোদিন তাদের সঙ্গে থাকবো। তারপর আবার নিশ্চয়ই আমরা সবাই একসঙ্গে মিলবো, তুমি দেখো, আমরা চারজন জড়ো হবো। আবার বিরাট ভিড় হবে দেখবার জন্য, বিশ্বাস করবার জন্য। আর তুমি আমার অভাব কোনোদিন অনুভব করবে না, কেননা আমি তোমার মধ্যেই আছি। তুমি শুনতে চাইলে সব সময়ে আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে।'

তারপর টোকোলোশ ওর দিকে না-তাকিয়ে মাটিতে লাফিয়ে পড়লো। শূন্যে গোড়ালি তুলে ডিগবাজি খেয়ে বিরাট হাসির রেশ জাগিয়ে এক ঝলকে মিলিয়ে গেলো। কিন্তু পিটার আর একা নয়। পিটারের মা-বাবা যখন তাকে ডাকবার জন্য পাহাড় ভেঙে ওপরে উঠে এলেন, তখন সে নিজের মনে হাসছে—তার কানে বাজছে টোকোলোশের হাসি।
